মাসিক

আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজঃ ১৬৪

নভেম্বর-১৯৯৭

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

মাসিক
আত-তাহরীক
রেজিঃ নং রাজ-১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা
রজব ১৪১৮ হিঃ
কার্তিক ১৪০৪ সাল
নভেম্বর ১৯৯৭ ইং

সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম,
আম্মা বা'দ

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা **আত-তাহরীক** আত্মপ্রকাশের ছুবহে ছাদিকে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান কারুণিক আল্লাহ পাকের হুযুরে, যাঁর অফুরন্ত রহমতে আমরা আমাদের প্রিয় পত্রিকার প্রথম সরকারী রেজিস্ট্রেশন হাতে পেয়েছি, আল-হামদুলিল্লাহ। আজ আমরা স্মরণ করছি আমাদের প্রথম প্রকাশিত 'তাওহীদের ডাক' মাসিক মুখপত্র-কে। 'শত ফুল ফুটতে দাও' এই আহবান রেখে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১ম যুগ্ম সংখ্যা বের হওয়ার পরপরই সরকারী রেজিস্ট্রেশন হওয়ার মুখে বিশেষ মহলের গোপন হস্তক্ষেপে যা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ এক যুগ পরে নতুন নামে ও নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে **মাসিক আত-তাহরীক**। 'ইসলামের নির্ভেজাল সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার যে প্রতিজ্ঞা' নিয়ে সেদিন 'তওহীদের ডাক' আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই একই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আত-তাহরীক তার নবযাত্রা শুরু করেছে। 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উত্তরণের বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র রহমতের ভিখারী।

বিগত দুই সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার স্থলে এবারের সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠা করা হ'ল। পরবর্তীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার ইচ্ছা রইল। গত বারের ১৪ টি বিভাগের সঙ্গে এবারে আরেকটি যোগ করে মোট ১৫টি বিভাগ করা হ'ল।

পরিশেষে যে মহান প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছায় সরকারী রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আত-তাহরীক তার ৩ য় সংখ্যায় পদার্পন করল, সেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জানাই লাখো সিজদায়ে শুকর। আল্লাহুম্মা আমীন!

http://islaminonesite.wordpress.com

সূচীপত্র

	পৃঃ
* সম্পাদকীয়	
* দরসে কুরআন	৩
* দরসে হাদীছ	৭
* প্রবন্ধ ঃ	
মাহে রজব-হুরমত মাস -শীহাবুদ্দীন সুন্নী	৯
সৃষ্টি জগত আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় -আব্দুল আউয়াল	১১
সংস্কৃতি অনুকরণ অনুসরণ -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান	১৫
ইসলামে সুন্নাতের মর্যাদা -মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান	১৭
* ছাহাবা চরিতঃ	
হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) -আখতারুল আমান	২০
* গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান -আব্দুস সামাদ সালাফী	২৬
* নাটিকা	
শিক্ষাঙ্গন -ইমামুদ্দীন	২৭
* কবিতা	
আত-তাহরীক -আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা	২৯
বিপ্লবী বীর -মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান	২৯
মসি -আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল ওয়াদুদ	২৯
* মহিলাদের পাতা	
মুসলিম রমনী - আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী	৩০
* সোনামনিদের পাতা	৩৪
* দেশ বিদেশ	৩৬
* মুসলিম জাহান	৪০
* বিজ্ঞান ও বিস্ময়	৪১
* মারকায সংবাদ	৪১
* পাঠকের মতামত	৪২
* প্রশ্নোত্তর	৪৩

লেখকদের প্রতি আরয

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নত মানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় সর্বদা তথ্যসূত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ লেখক, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খন্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে। অথবা ডবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. মহিলাদের, তরুণদের ও সোনামনিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোটগল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখকদের বয়স ও পেশাসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

৫. যোগ্য ও নিয়মিত লেখকদেরকে সম্মানী ভাতা দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

***লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ**

সম্পাদক,
মাসিক
আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

দরসে কুরআন

[সূরায়ে মুদ্দাছছির, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা-৫৬]

উঠে দাঁড়াও

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ-
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ- وَلاَتَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ-

১.উচ্চারণঃ (১) ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাছ্ছির (২) কুম ফা আন্যির (৩) ওয়া রব্বাকা ফা কাব্বির (৪) ওয়া ছিয়াবাকা ফা ত্বাহ্হির (৫) ওয়ার রুজ্যা ফাহ্জুর (৬) অলা তাম্নুন তাস্তাক্ছির (৭) ওয়া লিরব্বিকা ফাছ্বির।

২. অনুবাদঃ (১) হে চাদরাবৃত (২) উঠে দাঁড়াও ভয় দেখাও! (৩) তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর (৪) তোমার পোষাক পবিত্র কর (৫) এবং অপবিত্রতা হ'তে দূরে থাক (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় কাউকে কিছু দিয়োনা (৭) তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ছবর কর।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (১) ইয়া আইয়ুহা- হে, মুদ্দাছ্ছির-চাদরাবৃত (২) কুম- দাঁড়াও, ফা আন্যির-অতঃপর ভয় দেখাও (৩) ওয়া রব্বাকা-এবং তোমার প্রভুরু, ফাকাব্বির-অতঃপর তুমি মাহাত্ম্য ঘোষণা কর (৪) ওয়া ছিয়াবাকা-এবং তোমার পোষাক, ফা ত্বাহ্হির- অতঃপর তুমি পবিত্র কর (৫) ওয়ার রুজ্যা-এবং অপবিত্রতাকে, ফাহ্জুর-পবিত্যাগ কর, দূরে থাক (৬) অলা তাম্নুন-এবং তুমি অনুগ্রহ করোনা, তাস্তাক্ছির-তুমি বেশী কামনা করবে (৭) ওয়া লিরব্বিকা-এবং তোমার প্রভুর জন্য, ফাছ্বির-অতঃপর তুমি ছবর কর।

৪. শানে নুযূলঃ

রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা কুরায়েশ নেতা ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ সকল নেতৃবৃন্দকে নিজ বাড়ীতে দাওয়াত করে খাওয়ান। খানাপিনা শেষে নেতারা সবাই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগ্ল। কেউ বলল- উনি জাদুকর, কেউ বলল- ভবিষ্যদ্বক্তা, কেউ বলল-কবি। কেউ বলল-উনি জাদুকর নন; তবে তার মধ্যে জাদু আছে, যা অন্যের উপরে আছর করে থাকে। অবশেষে সকলে শেষোক্ত কথাটির উপরেই একমত হ'ল। এই মন্তব্যগুলি নবীর কানে পৌঁছে গেলে তিনি খুবই দুঃখিত হন ও মাথা নীচু করে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকেন। তখন পর পর উপরোক্ত সাতটি আয়াত নাযিল হয় (তাবারানী, ইবনু কাছীর)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন তিনি রাস্তায় চলা অবস্থায় হঠাৎ গায়েবী আওয়ায শুনে আসমানে জিব্রীল ফেরেশতাকে দেখেই চিনতে পারেন ও ভয়ে মাটিতে বসে পড়েন। অতঃপর বাড়ীতে এসে দ্রুত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতগুলি নাযিল হয় (বুখারী, মুসলিম)।

৫.নাযিলের সময়কালঃ

সর্ব প্রথম পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। তারপর দীর্ঘ আড়াই অথবা তিন বছর যাবত কোন আয়াত নাযিল হয়নি (আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬৯)। অতঃপর প্রথম এই সূরা নাযিল হয়। এরপর থেকে অহি নাযিলের ধারা অব্যাহত থাকে। এভাবে সূরায়ে আলাক্ব-এর মাধ্যমে নবুওতের সূচনা হয় এবং দীর্ঘ বিরতির পর সূরায়ে মুদ্দাছ্ছির-এর মাধ্যমে রিসালাতের অবতরণ ধারা শুরু হয়।

৬. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

সমাজের মানুষ সাধারণতঃ পরিবেশের অনুসারী হয়ে থাকে। ফলে একটি নোংরা সমাজে জন্মগ্রহণকারী নিষ্পাপ শিশুটিও পরে সামাজিক পরিবেশের শিকার হয়ে মানুষ নামের অযোগ্য হ'য়ে পড়ে। অধঃপতনের অতল তলে তলায়মান ঐ সমাজটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য অথবা অন্ততঃ থমকিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন এমন

কিছু মানুষের যাঁরা গতানুগতিকতাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াবেন ও পুরো সমাজকে তার আহ্বানের দিকে ফিরিয়ে আনবেন। রেওয়াজপন্থী অলস নেতারা চিরকাল এগুলির বিরোধিতা করে থাকেন। ফলে জিহাদ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ সংস্কারবাদীরা অবশেষে জয়ী হয়। পুরানো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে।

আরব উপদ্বীপ ও তৎকালীন বিশ্বে যে অমানবিকতা ও চরম জাহেলিয়াত বিরাজ করছিল, তা সকলেরই জানা আছে। সেই প্রচলিত জাহেলিয়াতকেই সে যুগের লোকেরা তাদের কপালের লিখন বলে ধরে নিয়েছিল। কোনরূপ পরিবর্তনের আওয়াযকে তারা ভয় পেত। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সেই সমাজেরই নেতৃস্থানীয় কুরায়েশ বংশের সর্দারের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু কি করবেন সে পথও জানতেন না। সমাজের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার পরিবর্তন চিন্তায় ব্যাকুল মুহাম্মাদ হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একদিন হঠাৎ জিব্রীল ফেরেশতা মারফত 'অহি' পেলেন 'ইক্বরা'- 'তুমি পড় তোমার প্রভুর নামে'। পাঁচটি আয়াত শুনিয়ে ফেরেশতা চলে গেলেন। ভীত-বিহ্বল ও ব্যাকুল মুহাম্মাদ (ছাঃ) চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে দীর্ঘ আড়াই-তিনটি বছর অতিবাহিত করলেন। জাদুকর, কবি, পাগল, ভূতেধরা ইত্যাদি হরেক রকমের টিটকারি হযম করে সমাজের এক কোণে জড়সড় হয়ে কোন মতে বেঁচে রইলেন। হঠাৎ তিনি একদিন রাস্তায় চলা অবস্থায় গায়েবী আওয়ায শুনে চমকে উঠলেন। কিন্তু কই! কিছুই তো দেখিনা। ডাইনে-বামে সামনে-পিছনে, না কোথাও কেউ নেই। আবার সেই আওয়ায। আবার চারপাশে দেখলেন। না কিছুই নেই। আবার সেই আওয়ায....। এবার তিনি উপরের দিকে তাকালেন। দেখলেন তিন বছর পূর্বের সেই ফেরেশ্‌তা আসমানে স্বীয় আসনে সমাসীন অবস্থায় আছেন। প্রচন্ডভাবে ভীত মুহাম্মাদ দ্রুত বাড়ী এসে খাদীজাকে বল্লেন, আমাকে চাদর মুড়ি দাও, চাদর মুড়ি দাও। আমার মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালো'। এরপরেই নাযিল হ'ল 'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাছ্‌ছির---- হে বস্ত্রাবৃত! উঠো, ভয় দেখাও......(বুখারী, কুরতুবী)।

কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে মানবতার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে জমায়েত করার জন্য চিন্তামগ্ন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। নতুন পথের দিশা পেয়ে আশায় বুক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমাজ সংস্কারের দুরূহ পথে। কিন্তু একজন সমাজসংস্কারকের জন্য বরং একজন বিশ্বসংস্কারকের জন্য কি কি গুণাবলী প্রয়োজন?

উপরোক্ত আয়াত গুলিতে সেকথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অনন্য গুণগুলি আগে থেকেই মুহাম্মাদী সত্তার মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। অহি-র মাধ্যমে সেগুলিকে একত্রিত করে নির্দেশ দেওয়া হ'ল মাত্র। অতঃপর সমন্বিত গুণাবলীকে তিনি বাস্তবে প্রয়োগ শুরু করলেন। কিন্তু বড় কঠিন সে পথ.........।

আয়াতগুলির প্রথমটিতে নবীকে উঠে দাঁড়াতে বলা হয়েছে অর্থাৎ সংস্কারকের জন্য অলসতার সুযোগ নেই। তার দেহ-মনকে সর্বদা সতর্ক ও সচল রাখতে হবে। দেহ কোন সময় অলস হয়ে পড়লেও চিন্তা ধারাকে সর্বদা সতর্ক প্রহরীর মত চাঙ্গা রাখতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাঁকে এগোতে হবে। রাস্তায় চলতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়লেও কিংবা বসে বিশ্রাম নিলেও তাঁকে লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে এবং ধীরে হৌক বা দ্রুত হউক, সেই লক্ষ্য পথেই তাঁকে এগোতে হবে। সমাজকেও সে পথে আহবান করতে হবে।

এক্ষণে তাঁর আহবান কোন দিকে হবে ও তাঁর পদ্ধতি কি হবে? জওয়াব হ'ল এই যে, তাঁর আহবান হবে আল্লাহ্‌র দিকে (ক্বাছাছ ৮৭) এবং পদ্ধতি হবে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন (আন'আম ৪৮)। বর্তমান আয়াতে শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। কেননা একজন বিপথগামী মানুষকে প্রথমেই তার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে হয়।

Contents

তারপরে সঠিক পথে চলার পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করতে হয়। অন্যান্য আয়াতে জান্নাতের সুসংবাদকে আগে আনা হয়েছে। কেননা তখন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে। তাই জনগণকে ভীত- সন্ত্রস্ত করার আগে সুসংবাদের মাধ্যমে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অত্র আয়াত যেহেতু জগদ্বাসীর জন্য অবতীর্ণ প্রথম আয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত, সেকারণ এখানে বিপথগামী লোকগুলিকে প্রথমেই জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ার করে থমকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন সাক্ষাত বিপদ হতে কাউকে বাঁচানোর জন্য প্রথমেই তাকে বিপদ থেকে হুঁশিয়ার করতে হয়।

জনগণকে সঠিক পথে আহবানের আরেকটি সুন্দর পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয়েছে। রাসূলকে সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন না করে 'চাদরাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন কোন বন্ধু তার বন্ধুকে মহব্বতের সাথে ডেকে থাকে (ملاطفة في الخطاب من الكريم الي الحبيب (قرطبي ١٧/٦١)। এখানে রাসুল (ছাঃ)-কে চাদরাবৃত বলে সম্বোধন করার মধ্যে একটি স্নেহরস ও মমত্ববোধ প্রকাশ করে সংস্কারকদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা বিপথগামী জনগণকে ঘৃণা না করে মহব্বতের সুরে আহবান করবে। তোমার দরদমাখা আহবান যেন তার হৃদয় স্পর্শ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যিন্দেগীতে আমরা এর অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন একবার হযরত আলী (রাঃ) স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে রাগ করে মসজিদে এসে ঘুমিয়ে পড়েন। ধুলায় লুটানো ঘুমন্ত জামাতা আলীকে স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে সম্বোধন করে নবী (ছাঃ) বলেন, 'কুম ইয়া আবা তোরাব'- 'ওঠো হে মাটির বাপ'! (মুসলিম)। খন্দক যুদ্ধের বিভীষিকাময় রজনীতে কষ্টক্লান্ত ছাহাবী হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান (রাঃ) এক সময় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেনাপতি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাকে আদর করে ডাকেন, কুম ইয়া নওমান'-ওঠো হে ঘুমের রাজা! (কুরতুবী)। এইভাবে অত্র সূরার ১ম ও ২য় আয়াতে স্নেহমাখা আহবান, অলসতার চাদর ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ এবং জাহান্নামের দিকে ধাবমান মানবতাকে ভয় প্রদর্শনের দায়িত্ব প্রদান মোট তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে পেশ করা হয়েছে।

"وربّك فكبر 'তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর'। পূর্ববর্তী আয়াতের উপরে عطف হয়েছে। অর্থাৎ قم فأنذر وقم فكبر ربك অর্থাৎ দাঁড়াও ভয় দেখাও এবং দাঁড়াও তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর'। এখানে فاء 'অতিরিক্ত' অথবা جواب جزاء হিসাবে এসেছে (কুরতুবী)।

'তাকবীর' বলতে সাধারনভাবে ছালাতের তাকবীরসহ সকল প্রকারের মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব ঘোষণা বুঝানো হ'লেও মূলতঃ এখানে সকল প্রকারের ইলাহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য স্বীয় হৃদয়কে খালেছ ও নিরংকুশ করা ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার আহবান জানানো হয়েছে। এর দ্বারা সকল সমাজ সংস্কারক মুমিনকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, অন্য কারো প্রদত্ত নীতি-আদর্শ নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান ও রাসুল (ছাঃ) প্রদর্শিত নীতি-আদর্শকেই চূড়ান্ত হিসাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকেই চূড়ান্ত সত্যের মানদন্ড হিসাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে হবে। মুমিনের বক্তব্য, তার লেখনী, তার জান-মাল, তার চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টা-সাধনা সবকিছুকে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যয় করতে হবে। মুখে 'নারায়ে তাকবীর' ও বাস্তবে অন্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রকাশ্য মুনাফেকীর নামান্তর।

و ثيابك فطهر 'তোমার পোষাক পবিত্রকর'। এখানে পোষাক অর্থ আমল, আচরণ, অন্তঃকরন ইত্যাদি। অর্থাৎ عملك فاصلح 'তোমার আমল-আচরণ সংশোধন করে নাও'। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, গোনাহ ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিজেকে কালিমা লিপ্ত করোনা। অর্থাৎ নিজেকে পাপমুক্ত রাখো। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০

http://islaminonesite.wordpress.com

হিঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল কাপড় পরিস্কার করা। কেননা মুশরিকরা কাপড় পরিষ্কার করত না। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন পোষাক পড়তে নির্দেশ দেন। ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) এ ব্যাখ্যাটি পসন্দ করেছেন। মূলতঃ অত্র আয়াতটিতে রাসূলকে ভিতর-বাহির প্রকাশ্য- গোপন সকল দিকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হাওয়ার বিশেষ নির্দেশ দান করা হয়েছে।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 'অপবিত্রতা হ'তে দূরে থাক'। الرجز শব্দটিকে 'রা' পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে প্রতিমা, যের দিয়ে পড়লে গোনাহ ও অপবিত্রতা এবং যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে ধমকি বা দুঃসংবাদ (কুরতুবী)। এখানে প্রথম দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। পূর্বের আয়াতে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই অত্র আয়াতে শিরক ও অন্যান্য যাবতীয় অপবিত্রতা হ'তে বিরত থাকার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ 'অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দিয়োনা'। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এই অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেকোন মহৎ লোকের জন্য এই গুণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবুয়তের সুমহান মর্যাদার বিনিময়ে নবী (ছাঃ) যেন কারো নিকটে কিছু কামনা না করেন, সে বিষয়ে তাঁকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে অত্র আয়াতে। অনুরূপভাবে কাউকে কিছু উপকার করলে তার প্রতিদান কেবল আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই কামনা করতে হবে। তার বিনিময়ে কিছু বেশী পাওয়ার আশা কোন মানুষের নিকটে করা যাবে না। কিংবা উপকারের ফলে কাউকে খোটা দেওয়া চলবে না। এর ফলে যাবতীয় নেকী বরবাদ হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন, لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى 'তোমরা তোমাদের ছাদক্বা সমূহকে বরবার্দ করোনা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে' (বাক্বারাহ ২৬৪)।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ 'তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ছবর কর'। 'ছবর' অর্থ টিকে থাকা, ধৈর্য ধারণ করা। এখানে তিন প্রকার ছবর-এর সব কয়টিই প্রযোজ্য হ'তে পারে। অথাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে টিকে থাকা, বিপদ ও মুছীবতে ধৈর্য ধরা, হারাম ও কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকা। এর মধ্যে প্রথমটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নবীকে পূর্বে বর্ণিত গুণগুলি পূর্ণভাবে অর্জন ও নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গেলে জনগণের পক্ষ হ'তে বিভিন্ন রূপী কষ্ট ও মুছীবতের সম্মুখীন হ'তে হবে। সেই সকল বিপদে ধৈর্য ধারন করে নবুঅতের মিশনকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নবীকে আগেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হ'ল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম জিব্রীলের আগমনের পরে খাদীজার চাচাতো ভাই ইহুদী পন্ডিত অরাক্বা বিন নওফেল রাসূলকে বলেছিলেন, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিস্কার করবে, যদি সেদিন আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব। কেননা 'তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ এই দাওয়াত নিয়ে ইতিপূর্বে যিনিই এসেছেন, তিনিই বিরোধীদের দুশমনীর সম্মুখীন হয়েছেন'(বুঃ মুঃ)।

উপসংহার

উপরে বর্ণিত সাতটি আয়াতের আলোকে সমাজ সংস্কারক মুমিনদের জন্য আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অপরিহার্য গুণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

(১) তাকে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে। অলস হওয়া চলবে না।

(২) জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের সু-সংবাদ শুনাতে হবে।

(৩) জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ঘোষণা ও তার প্রেরিত অহি-র বিধানকে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ভিতর ও বাইরে পবিত্র হ'তে হবে।

(৫) গোপন ও প্রকাশ্য সর্ব প্রকারের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা হ'তে দূরে থাকতে হবে।

(৬) সকল ধরণের উপকার রিয়ামুক্ত ও নিঃস্বার্থ হ'তে হবে।

(৭) কষ্ট ও মুছীবতে ছবর করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে দৃঢ় থাকতে হবে।

অতএব আল্লাহ -প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক শান্তিময় সমাজ কায়েমের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হে হাদীছপন্থী বিদ্বান, মুরব্বী, যুবক, মা-বোন ও ছোট্ট সোনামণিরা!

উঠে দাঁড়াও! অলসতার চাদর ছুঁড়ে ফেল। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঝান্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে চল। তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসের মায়া ছাড়। অলসদের উপরে মুজাহিদগণের সম্মান আল্লাহ বৃদ্ধি করেছেন (নিসা ৯৫)।

ঐ দেখ! জান্নাত যে তোমায় ডাকছে বারবার হাতছানি দিয়ে। নীল-সিয়াহ আসমানের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ..........। আর দেরী নয়, উঠে দাঁড়াও! দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيْم بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ:لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ رواه مسلم.

১. অনুবাদঃ হযরত আবু রুক্বাইয়া তামীম বিন আউস আদ-দারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'দীন হ'ল নছীহত'। আমরা বললাম কাদের জন্য হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)? তিনি বল্লেনঃ আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কেতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য' (মুসলিম)।

২. রাবী তামীম দারী (রাঃ) হ'তে উপরোক্ত একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি সেই বিখ্যাত ছাহাবী, যাঁকে ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই বিন কা'আব (রাঃ)-এর সাথে অন্যতম ইমাম হিসাবে মদীনার মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম জামা'আত সহকারে বিতরসহ এগারো রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দান করেছিলেন, যা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ হ'ত (মুওয়াত্তা, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১৩০২ 'ছালাত' অধ্যায়)।

৩. الدين النصيحة। 'দীন হ'ল নছীহত'। অর্থাৎ দীনের মূল কথাই হ'ল নছীহত বা উপদেশ। যেমন হাদীছে বলা হয়েছে الحج عرفة। 'হজ্জ হ'ল আরাফা' অর্থাৎ হজ্জের মূল বিষয় হ'ল আরাফাতের ময়দানে ৯ই যিলহাজ্জ তারিখে জমায়েত হওয়া (আহ্‌, তিঃ)।

৪. النصيحة في اللغة الا خلاص। নছীহত-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল ইখলাছ বা পরিস্কার করা। যেমন نصحت العسل اذاصفيته। 'আমি মধু পরিস্কার করেছি'। পারিভাষিক অর্থে 'নছীহত' হ'ল إرادة جملة الخير। 'যাবতীয় কল্যাণ কামনা'। অন্য অর্থে قول فيه دعاء الي صلاح ونهي عن فساد ঐ সকল কথা যার মধ্যে কল্যাণের প্রতি আহবান ও ফাসাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে' (আল-মু'জাম)। মোটকথা 'নছীহত' শব্দ দ্বারা পরিচ্ছন্ন করা ও কল্যাণ মূলক উপদেশ বুঝানো হয়। এক্ষণে হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ের নছীহত-এর তাৎপর্য বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা পাব।

৫.(১) النَّصِيْحَةُ لله। 'আল্লাহ্‌র জন্য নছীহত' এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম খাত্ত্বাবী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন যে, এর অর্থ আল্লাহ্‌র জন্য হৃদয়ে খালেছ ঈমান পোষণ করা ও শিরক হ'তে পরিচ্ছন্ন থাকা। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীলতা হ'তে পবিত্র থাকা। আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও আল্লাহ্‌র জন্য বিদ্বেষ করা, আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ স্বীকার করা ও তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা পোষণ করা, আল্লাহ বিরোধীদের সাথে জিহাদ করা, সকল কাজ খুলূছিয়াতের সাথে সম্পন্ন করা, মানুষকে সদগুণাবলীর দিকে আহবান করা ও সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৫.(২) النَّصِيْحَةُ لكتابه। 'আল্লাহ্‌র কেতাবের জন্য নছীহত'-এর তাৎপর্য হ'ল এ বিষয়ে হৃদয়ে পরিচ্ছন্ন ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ্‌র কালাম কোন মানুষের কালামের সদৃশ নয়। অনুরূপ কালাম কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র কেতাবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তেলাওয়াত করতে হবে। এর 'মুহকাম' বা স্পষ্ট আয়াত সমূহের অর্থ বুঝতে হবে। তার আদেশ-নিষেধের উপরে আমল করতে হবে ও 'মুতাশাবিহ' বা অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত সমূহের উপরে ঈমান রাখতে হবে যে, এগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন। অমুসলিম বিদ্বানদের অহংকার চূর্ণ করার জন্যই এগুলি নাযিল হয়েছে। কিতাবে বর্ণিত বিজ্ঞানময় আয়াত সমূহে গবেষণা করতে হব। তা থেকে আলো নিয়ে সমাজ পরিশুদ্ধ করার সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে।

৫(৩) النَّصِيْحَةُ لرَسُوْلِه। 'রাসূলের জন্য নছীহত'-এর তাৎপর্য হ'ল রসূল যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হ'তে যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন, সবটুকুই অভ্রান্ত সত্য- এ বিষয়ে হৃদয়ে খালেছ ঈমান পোষণ করা, রাসূলকে যারা

ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসা, তাঁকে যারা শত্রু ভাবে তাদেরকে শত্রু ভাবা, রসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ও মোর্দা সুন্নাত যেন্দা করা। রসূলের হাদীছসমূহের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। হাদীছের উপরে গবেষণা করা ও সেখান থেকে আলো গ্রহণ করা। হাদীছ পাঠ ও পঠনের সময় উত্তম আদব বজায় রাখা। হাদীছের অনুসারীদেরকে সম্মান করা, হাদীছ অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তোলা। হাদীছ বিরোধীদেরকে ও সুন্নাতের শত্রু বিদ'আতীদেরকে ঘৃণা করা। রাসূল- পরিবারকে ও রাসূলের সাথী ছাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসা ও তাদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা।

৫(৪) اَلنَّصِيْحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ। 'মুসলিম নেতাদের জন্য নছীহত'-এর তাৎপর্য হ'ল যাবতীয় ন্যায় কাজে তাদের সহযোগিতা করা, তাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রাখা, দরদের সঙ্গে তাদেরকে হক পথে চলার উপদেশ দেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ না করা কিংবা বিদ্রোহে উস্কানি না দেওয়া। জনগণকে তাদের প্রতি আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের সঙ্গে মিলে জিহাদে যোগদান করা এবং সর্বদা তাদের মঙ্গলের ও হেদায়াতের জন্য আন্তরিক ভাবে দো'আ করা।

৫.(৫) اَلنَّصِيْحَةُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ। 'সাধারণ মুসলমানদের জন্য নছীহত'-এর তাৎপর্য হ'ল তাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য পথ প্রদর্শন করা। তাদের কল্যাণে সর্বদা অন্তরকে খোলাছা রাখা। মহববতের সঙ্গে সর্বদা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, তাদের জন্য ঐ বস্তুকে ভালোবাসা যা নিজের জন্য ভালোবাসা যায়। তাদের জন্য ঐ বস্তুকে অপসন্দ করা যা নিজের জন্য অপসন্দ করা হয়। কথা ও কাজের মা'ধ্যমে তাদের জান, মাল ও ইয্যতের হেফাযতের ব্যবস্থা করা। তাদের ঈমান ও আখলাক তথা নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নত রাখার জন্য সর্বাবস্থায় সর্বোত্তম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

'নছীহত' করা ফরযে কেফায়াহ। কিছুলোক করলে অন্যদের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হয়। কিন্তু কেউ না করলে সকলে দায়ী হয়। কখনো কখনো উহা 'ফরযে আয়েন' হয়ে যায়, যখন অন্যায় বিজয়ী হয় ও ন্যায়নীতি সর্বত্র পরাভূত হয়। একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পথে আনার জন্য নছীহত বা উপদেশ হ'ল সর্বোত্তম পন্থা। নবীগণ এ পথেই জীবনপাত করেছেন। এই নছীহতকেই অন্যকথায় 'দাওয়াত' বলা হয়েছে।

৬. ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছটি মৌলিক হেদায়াত সম্বলিত অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদীছ। ইসলামের শাশ্বত নীতিমালা এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে যারা ইসলামকে জঙ্গী আদর্শ ভাবতে অভ্যস্ত, অত্র হাদীছটি তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি। হাদীছে ব্যবহৃত 'নছীহত' শব্দটি দুনিয়া ও আখরাতে মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য আরবী ভাষায় সবচাইতে সারগর্ভ ও তাৎপর্য মন্ডিত শব্দ। উক্ত মর্মে এর চেয়ে সুন্দর কোন শব্দ আরবী ভাষায় নেই। ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরং তার নিজস্ব আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্যই তাকে দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ে স্থান দান করেছে। দাওয়াত ও নছীহতের মাধ্যমে ইসলাম ক্ষুধিত মানবতার অন্তর স্পর্শ করেছে। মানুষকে দুনিয়া থেকে আখেরাত মুখী করার মাধ্যমে তার নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করেছে। তাকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করেছে। ইসলামের নবী (ছাঃ) দারোগা হয়ে আসেননি। বরং তিনি এসেছিলেন মানবতার 'শিক্ষক' হিসাবে ও 'দাঈ ইলাল্লাহ' হিসাবে, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হিসাবে। অতএব তাঁর পথের অনুসারীদের জন্য অত্র হাদীছটি অন্ধকার রজনীতে ধ্রুবতারা হিসাবে পথ নির্দেশ দান করবে। সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারীদেরকে দমন করে সমাজদেহকে সুস্থ রাখার জন্য ইসলামে জিহাদের নির্দেশ রয়েছে কেবলমাত্র সমাজের কল্যানের স্বার্থেই। তাই ইসলামী ন্যায়বিচার ও জিহাদকে ভয় পায় কেবল তারাই, যারা অন্যায়-অপকর্মে অভ্যস্ত এবং মুখোশধারী সমাজনেতা। নছীহতে যখন কাজ হয়না, তখন আইনানুগ সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই কেবল ইসলামী ন্যায় বিচার বাস্তবায়িত হয়। নতুবা দাওয়াত ও নছীহত পর্যন্তই মুমিনের দায়িত্ব সীমায়িত। এর বাইরে ধৈর্য ধারণ করা ব্যতীত ও আল্লাহ্‌র রহমত ও গায়েবী মদদ কামনা ব্যতীত তার আর কিছুই করার নেই।।

Contents

প্রবন্ধ

মাহে রজব - হুরমত মাস

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী

মাহে রজব সমাগত। যে মাস ইসলামী শরীয়তে একটি মহা সম্মানিত মাস। এ মাসে মারামারি-কাটাকাটি নিষিদ্ধ। যদিও এ মাসে বিশেষ কোন ইবাদতের দলীল পাওয়া যায়না। তবুও বর্তমান সমাজে এ মাসের ২৭ তারিখ দিবা গত রাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর মে'রাজ হয়েছে বলে মনে ক'রে অনেকেই ১, ২ বা ৩ দিন ছিয়াম পালন করেন এবং অপরকেও করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি এ রাতে ইবাদত করার বহু কল্পিত ছওয়াব ও ফযীলত বর্ণনা করে থাকেন। মাসটি মে'রাজের মাস বলে অনেকের নিকটে পরিচিত। অথচ ছহীহ বা যঈফ কোন হাদীছেই এর কোন বিশেষ ফযীলতের কথা পাওয়া যায় না এবং একথাও পাওয়া যায় না যে, মে'রাজ সঠিকভাবে কোন্ তারিখে হয়েছিল। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, মা খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়নি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে দশম নববী সনের রামাযান মাসে। অথচ ছালাত ফরয হয়েছে মে'রাজের রাত্রিতে, এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত এবং তা যে দশম নববী সনের পরে হয়েছে, একথাও এক প্রকার নিশ্চিত। অতএব ২৭ শে রজব দিবাগত রাতে মে'রাজ হয়েছিল বলে যে কথা এ দেশে চালু আছে, তা নিতান্তই দলীল বিহীন (আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৩৭)। ঐ রাতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ১৪ দফা মূলনীতি নাযিল হয়েছিল বলে সূরা বনী ইসরাঈলের বরাতে যে তাফসীর পেশ করা হয়ে থাকে, তাও মারাত্মক ভুল। কেননা ঐ রাতে কেবলমাত্র 'আত্তাহিয়াতু' ও 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত' ফরয করা হয়েছিল (মির'আত ১/৬৬৪-৬৫)।

রজব মাসের প্রকৃত বিষয় ঢাকা পড়ে অলীক ও বানাওট বিষয়সমূহ সমাজ প্রবাহে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে- মুশরিকগণ আমাদের চির শত্রু। ওরা নানা কৌশলে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ওদের জাহেলী রেওয়াজ চালু করতে সদা সচেষ্ট। মেশ্কাত শরীফে (১২৯ পৃঃ) 'আতীরাহ' অধ্যায়ে বোখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা তাদের মুর্তির নামে রজব মাসে আতীরাহ করত, যাকে 'রাজাবিয়াহ' বলা হ'ত। রাসূল (ছাঃ) তাদের এই শিরকী প্রথার বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ 'ফারা ও আতীরাহ চলবে না' (বুখারী ও মুসলিম)।

রজব মাস পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী ৪টি হুরমত মাসের একটি, যা মহা সম্মানিত এবং যা নিরাপত্তার মাস। এ মাসে এমনকি কাফেররাও সীমালংঘন করতনা। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ছিনতাই-লুটতরাজ ইত্যাদি বন্ধ রাখত। আদিকাল হ'তে এ মাসের সম্মান ও নিরাপত্তার গুরুত্ব চলে আসছে। অথচ বিংশ শতাব্দীর এই যান্ত্রিক সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক যুগেও মানুষ হুরমত মাসগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়ে গেল। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে- *'নিশ্চয়ই মাস সমূহের গণনা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার বিধান অনুযায়ী ১২টি, যেদিন হতে তিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য হতে চারটি মাস হুরম বা সম্মানিত। ইহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এই মাস সমূহের মধ্যে তোমরা তোমাদের আত্মা সমূহের প্রতি জুলম করিওনা। আর তোমরা সম্মিলিত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। যেমন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রাম করে। জেনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদের সঙ্গে রয়েছেন'* (সূরা তাওবা ৩৬)।

http://islaminonesite.wordpress.com

আয়াতটিতে বিশেষ কয়টি লক্ষ্যনীয় ও শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। যেমন-

১। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে আদি কাল হতেই মাস সমূহের গণনা বারটি। ইহা কোন মানব রচিত বিধান নহে।

২। এই বার মাসের মধ্য হতে ৪ টি হুরমত মাস। অর্থাৎ সম্মানিত বা নিরাপত্তার মাস। আর ইহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন বা শরী'য়ত। অর্থাৎ ইহা শরীয়তী বিধান হিসাবে অনুসরণীয়।

৩। সকল মাসেই দ্বন্দ্ব কলহ হতে বিরত থাকা আবশ্যক। তবে বিশেষ করে আয়াতে উল্লেখিত চারটি মাসে (অর্থাৎ রজব, জিলকা'দ, যিলহজ্জ, ও মহররম) পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ, অত্যাচার, অনাচার ও পাপাচার হতে বিরত থাকা।

৪। সম্মিলিত বা জামা'আত বদ্ধ হয়ে কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া। এখানে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব শর্ত হল জামা'আত বদ্ধ হওয়া। আর জামা'আতের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। দুঃখ জনক হলেও সত্য যে আজ মুসলিম সমাজ বল্গাহারা। তারা ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইমারত ও বায়'আতের আবশ্যকতা মনেই করেনা। কেউ বা ইল্মের গৌরবে, কেউ বা ধনবল, জনবল ও পদ মর্যাদার অহংকারে এ বিষয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। অথচ রাসূল করীম (ছাঃ)-এর দশ জন ছাহাবী বেহেস্তের শুভ সংবাদ লাভ করেও একে অপরকে 'আমীর' মান্য করে আনুগত্যের আদর্শ রেখে গেছেন।

৫। আয়াতে একটি শুভ সংবাদ এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ধর্মভীরু বা মুত্তাক্বীদের সঙ্গে রয়েছেন।

'হরম' অর্থ নিষিদ্ধ বা সম্মানিত। এই শব্দ হ'তে চৌদ্দজন মহিলা যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, 'মোহরামাত' বলা হয়েছে। কা'বা ঘরের চার পার্শ্বে ছালাতের স্থানকে এই অর্থে হরম বা সম্মানিত বলা হয়। যেখানে শরী'য়ত সম্মত কাজ ছাড়া অন্য কিছু করা নিষিদ্ধ। বার মাসের মধ্যেও আল্লাহ পাক তেমনি ৪ টি মাসকে হুরমত বা সম্মানের মাস হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

তাফসীরে ইবন কাছীরে বোখারী ও মুসলিম শরীফের সূত্রে বর্ণিত রাসূলে করীম (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আইয়্যামে তাশরীক্বের মধ্যভাগে মিনা বাজারের বিপুল জনতার সামনে বক্তব্য দিতে গিয়ে বললেন- হে জনমন্ডলী সাবধান! নিশ্চয়ই যুগ বা কাল তার আপন গতিতে অবর্তিত হচ্ছে সেদিন থেকে যেদিন হতে আল্লাহ পাক নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। বার মাসে এক বৎসর। এর মধ্যে ৪ টি মাস বিশেষ সম্মানিত। তিনটি এক সঙ্গে জড়িত যুলকা'দ, যুলহজ্জ ও মুহাররম। আর একটি জুমাদাল আখেরাহ ও শা'বানের মাঝখানে অবস্থিত মাহে রজব, যা মোযার গোত্রের লোকেরাও মান্য করত। 'মোযার' আরবের একটি দুর্ধর্ষ গোত্র যারা কেবল ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি করত। পথের কোন যাত্রীদল বা কাফেলাকে পেলে তারা অতর্কিতে হামলা করত। সব কিছু লুট করে নিয়ে যেত। এরূপ সন্ত্রাসী কাফেররাও এই হুরমত মাসকে সম্মান করত। লুটতরাজ, ছিনতাই, হত্যা, আক্রমন হতে বিরত থাকত। আজ আমরা কোন জগতে বাস করছি। কাফেরতো দূরের কথা, মুসলমানেরাই হুরমত মাসের খবর জানে না।

উপসংহারে সকলকে আহবান জানাচ্ছি- আসুন দলীল বিহীন শরী'য়ত বিরোধী কার্যকলাপ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। মাহে রজব একটি সম্মানিত মাস, তাকে মান্য করে আপোষে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-ফাসাদ হ'তে বিরত থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হই॥

Contents

সৃষ্টি জগত আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়

-আব্দুল আউয়াল

('NATURE' AND 'SCIENCE' SPEAK ABOUT 'ALLAH')

আমরা মানুষ। আমাদের মাথায় সর্বদা কেন? কি? কোথায়? কখন? এমনতর হাজারো প্রশ্ন ভিড় করে। আমরা আমাদের জ্ঞান মোতাবেক উত্তর পেলে বুঝি ইহা সত্য অন্যথায় নয়। যা প্রমান করে আমাদের জ্ঞান সঠিক। কিন্তু সবসময়ের জন্য চিন্তা ধারা ঠিক নয়।

আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি ধর্ম একটি অলীক অবাস্তব বিষয়, এর কোন ভিত্তি নেই। বিজ্ঞান আমরা ভাল বুঝিনা তবুও যাচাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে একেই বেছে নেই। বিজ্ঞান কখনই ইসলামের বিপরীতে যায়নি। তবে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান যা কিনা প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল তা কোন কোন সময় ইসলামের সত্যায়ন না করলেও ভবিষ্যতে সত্যায়ন করতে বাধ্য।

বহমান প্রবন্ধে আমরা সৃষ্টি জগত যে আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ বলেন, অবশ্যই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য' (সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯০)।

সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব, এর মধ্যেকার বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং এর আভ্যন্তরীন তাৎপর্যের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা যে, একে কোন একজন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্তা অপরিসীম প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি মোটেই কোন অন্ধ বিশৃঙ্খল শক্তি নন। এই কথাটি উপরোক্ত আয়াতের পুনরাবৃত্তি নয় কি?[১]

আমরা দেখতে সচেষ্ট হব "Science without religion is lame and religion without science is blind"-কথাটি[২] কতটা সত্য।

কল্পনা যে সকল সময় সত্য নয় তা কোরান ঘোষনা করে এভাবে- 'সত্যের সম্মুখে কল্পনা কিছুমাত্র ফলপ্রদ নয়। (সূরা নজম ১২৮)।

এজন্যই আল্লামা ইকবাল বলেছেন " প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন একশ্রেণীর উপাসনারত মরমী সন্ধান এবং আল্লাহ সম্বন্ধে জীবন্ত অভিজ্ঞতা[৩]। দার্শনিকদের একটি ক্ষুদ্র দল আছেন, তারা যে কোন প্রকার অস্তিত্বে সন্দেহ পোষন করে থাকেন। সংশয়বাদ সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বলা যায় যে এটি বেশীর বেশী একটি দার্শনিক মত হতে পার, বাস্তবতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। সাধারন মানুষ এবং সাধারন জ্ঞানীরা এ কথা অবশ্যই সমর্থন করেন যে, তাদের একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে এবং সৃষ্টি জগতের একটি অস্তিত্ব আছে। যখন সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় তখন অনিবার্যভাবেই তার স্রষ্টার অস্তিত্বের কথাও এসে যায়। এটা একটি অমূলক চিন্তা যে, আমরা সৃষ্টিকে স্বীকার করব, কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করবনা।

জন স্টুয়ার্ট মিল'তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন- " আমার পিতা আমাকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন- কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন এই প্রশ্ন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়, কেননা এর সাথে অন্য প্রশ্নও উঠে, আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? বার্ট্রান্ড রাসেলও এই প্রশ্ন সমর্থন করতে গিয়ে প্রথম গতি দাতা ও সৃজন কর্তার যুক্তি রদ করে দিয়েছেন[৪]।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাস্তিকদের এই যুক্তির একটি ফাঁকা ও শঠতাপূর্ণ বাহ্যিক চাকচিক্য ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে Law of entropy (2nd law) অর্থাৎ উত্তপ্ত বস্তু হতে ততোধিক

---

১. The age analysis by Morton white p.p. 21-22 .

২.Philip frank Einstine pp. 342-46.

৩. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পূণর্গঠন পৃঃ ১২৭।

৪. The age analysis' by Morton white. p.22.

http://islaminonesite.wordpress.com

শীতল বস্তুতে সর্বদা তাপ প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই তাপপ্রবাহের নিয়মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপরীতগামী করবার জন্য কখনও পাল্টানো যায়নি। এই যুক্তিবাদ উদ্ভাবিত হওয়ার পর এই সংশয়বাদীদের অসার যুক্তি একেবারেই কর্পুরের ন্যায় উবে যায়। আলবার্ট আইনষ্টাইনের মতে- বিশ্বের কোথাও পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে ও তা পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তন একই দিকে অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃতির দৃশ্য এবং অদৃশ্য, সমস্ত ব্যাপার সে পরমাণুর ভিতরেই হোক আর বহির্বিশ্বেই হোক একই বিষয় নির্দেশ করে যে, পদার্থ ও কর্মশক্তি বাষ্পের মত অদৃশ্য শুন্যের ভিতর অবিরত ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্য ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে নিভে যাচ্ছে। নক্ষত্রমন্ডলীর অনেকেই এখন পোড়া কয়লামাত্র। বিশ্বের সর্বত্র তাপের মাত্রা কমে আসছে। পদার্থ বিকীর্ণ হয়ে ধবংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং কর্মশক্তি মহাশূন্যে বিলীন হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব তাপমৃত্যুর(Heat death) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'সর্বোচ্চ তাপহার অবস্থা'। কোটি কোটি বছর পর বিশ্ব যখন এইরূপ অবস্থায় পৌছবে, তখন প্রকৃতির সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত স্থানে এই তাপমাত্রা বিরাজ করবে। বিশ্বের সমস্ত তাপ সর্বস্থানে সমভাবে ছড়িয়ে পড়বে। আলো নেই, জীবন নেই, তাপ নেই, সে এক অনন্ত অপরিবর্তনীয় নিশ্চল অবস্থা। এমনকি তখন সময়ও শেষ হয়ে যাবে। কেননা তাপহারই সময়ের গতি নির্দেশ করে। সংক্ষেপে বিশ্ব যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সময় নির্দেশের আর কোন উপায়ই থাকবে না।এই পরিণতি রোধ করবার কোন উপায় নেই। কেননা 2nd law of thermodynamics একমাত্র তত্ত্ব যা এখনও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে স্থায়ী আছে এবং সেই নিয়ম অনুসারে প্রকৃতির মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির গতি মাত্র একই দিকে।

অতএব প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্য অথবা তত্ত্বাদি দ্বারা প্রমাণিত সমস্ত জিনিস থেকে এই একমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অনমনীয় এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে বিশ্ব এক চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন, পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, সবকিছুই ধ্বংস হবে। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র চেহারা বাকী থাকবে (আর-রহমান ২৬-২৭)। তিনি আরও বলেন, কেয়ামত (মহাধ্বংস) অবশ্যই আসবে।" সূরা আল ওয়াক্বিয়া ১,২)।

বিশ্ব যদি ক্রমাগত ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলে এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর গতি যদি এই মুখী হয় তবে একথা দৃঢ় ভাবে বলা চলে যে, সমস্ত জিনিসেরই একটা আরম্ভ ছিল। এই মহাবিশ্বেরও এক সময় আরম্ভ ছিল। যদি কেউ এমন বিশ্বাস করে যে, বিশ্ব অমর, স্পন্দনশীল এবং তার মধ্যে সূর্য,পৃথিবী ও অন্যান্য লোহিত নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত নবাগত, তবুও তার আদিসৃষ্টি সমস্যার সমাধান হয় না। তা সৃষ্টির সময় অনন্ত অতীতে পিছিয়ে দেয় মাত্র। আল কোরানের নিম্নোক্ত আয়াত গুলি " যখন সূর্যকে সঙ্কুচিত করা হইবে এবং

নক্ষত্রপুঞ্জ নিষ্প্রভ হইবে।"[তাকভীর ১,২] " এবং নভোমন্ডল- আমি উহাকে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, নিশ্চয়ই আমি সম্প্রসারণকারী।" [যারিয়াত-৪৭,৪৮]

" আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে"। [সিজদাহ-৪] উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর হুবহু সত্যায়ন করে না কি?

এবার আমরা দেখব আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিতে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় কিনা। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, " আমি নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। [সূরা হিজর-৮৫]

" যে কোন ব্যক্তির সামনে চাই সে আল্লাহকে স্বীকার করুক অথবা নাই করুক- অত্যন্ত ন্যায্যভাবে এই দাবী রাখা যেতে পারে 'তোমার ক্ষেত্রে এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য কিভাবে সাধিত হচ্ছে তা তুমি দেখাও। [৫]

সৃষ্টিজগতের মধ্যে যে বিস্ময়কর সমন্বয় ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে তাকে আকস্মিক ঘটনা আখ্যা দেওয়া

৫. Martyrdom of man. p. 415

একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার বৈকি। তাইতো চাড্ভ্যাস উপরোক্ত যথার্থ মন্তব্যটিই করেছেন।

এ পর্যায়ে আমরা দেখব, আপনাআপনি খামখেয়ালিভাবে পৃথিবীর কাজ চলছে, না সব কিছুই যুক্তিপূর্ণ এবং আমাদের সুখ-সুবিধার অনুকূলে। যেমন বিজ্ঞানীদের মতে–

(১) সূর্যের যে পরিমাণটুকু ছড়িয়ে পৃথিবী তৈরী করা হয়েছে যদি তাকে আরও খানিকটা বড় করা হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ত।

(২) পৃথিবীর উপরিভাগের মাটির আবরণ যদি আর মাত্র কয়েকফুট পুরু হ'ত, তাহ'লে পৃথিবী অক্সিজেন শূণ্য হত।

(৩) মহাসাগরগুলো যদি আরও কয়েক ফুট করে গভীর হ'ত, তাহলে পৃথিবীর উপর হ'তে কার্বনডাই-অক্সাইড লোপ পেয়ে যেত, যার কারণে পৃথিবীতে কোন গাছপালা জন্মাতো না।

(৪) পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যহ রাইফেলের গুলির চেয়েও দ্রুতগতিতে কোটি কোটি উল্কা বর্ষিত হয়, কিন্তু একটা পুরু বায়ুমন্ডল দিয়ে পৃথিবীকে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে উল্কাগুলো বায়ুমন্ডলের ঘর্ষণে জ্বলে যায়, আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বায়ু সমুদ্রে নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি পৃথিবীতে উল্কাগুলো এসে পড়ত, তবে সর্বদাই আগুন জ্বলত।

(৫) চন্দ্র পৃথিবী থেকে ২,৩৮,৪৫৭ মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্র যদি পৃথিবী থেকে আরও ৫০,০০০ মাইল দূরে সরে যেত, তাহ'লে অনেকের মতে পৃথিবী প্রত্যহ দু'বার সমুদ্রের জোয়ারে প্লাবিত হ'ত এবং পর্বত পর্যন্ত ধ্বংস হ'ত।

(৬) সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত। সূর্যের তাপ যদি এর অর্ধেক হ'ত, আমরা সকলেই ঠান্ডায় জমে যেতাম। আবার দ্বিগুণ হ'লে পুড়ে ছাই হতাম।

(৭) বায়ুর মাধ্যমে যে চাপ পড়ে, দেহের প্রতি বর্গইঞ্চির উপর তার পরিমাণ হচ্ছে সাড়ে সাত সের। অর্থাৎ একজন মাঝামাঝি আকারের মানুষের সমগ্র দেহের উপর আনুমানিক ২৮০ মন ওজনের চাপ পড়ে। মানুষ এই ওজন অনুভব করতে পারে না। কেননা বায়ু দেহের চারিদিকেই রয়েছে এবং চারিদিক থেকেই তার চাপ পড়ছে। ফলে তা অনুভূত হয়না।

(৮) পৃথিবী ২৩ ডিগ্রী কোণাকারে শুন্যে ঝুলে আছে। এই ঝুলে থাকাটাই আমাদেরকে আমাদের ঋতুর অধিকারী করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে জমির বেশীর ভাগ অংশ আবাদ যোগ্য হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যদি এভাবে ঝুঁকে না থাকত, তাহ'লে দুই মেরুর উপর সর্বদা অন্ধকার ছেয়ে থাকত। ফলে সমুদ্রের বাষ্পসমূহ উত্তর এবং দক্ষিণদিকে পরিভ্রমণ করত এবং ভু-পৃষ্ঠ হয় তূষারাবৃত থাকত, নয়ত মরুভূমিতে পরিণত হ'ত।

হোয়াইটহেড বলেছেন- " প্রকৃতি যদি নিস্প্রাণ হয় তাহলে তা এব্যাপারে আমাদেরকে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না, যেমন ব্যাখ্যা দিতে পারে না মৃতব্যক্তি তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনার। যাবতীয় বুদ্ধিগত ও দার্শনিক ব্যাখ্যাদি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত একটি লক্ষ্যেরই প্রকাশ। আর মৃত প্রকৃতির মধ্যে তো কোন লক্ষ্যের কথা চিন্তা করা যেতে পারে না।[৬]

এখন সৃষ্টিজগত যদি কোন প্রজ্ঞা সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাধীন না হবে, তবে কেন এর মধ্যে এত তাৎপর্য বিদ্যমান?

এই বিশ্ব যে আকষ্মিক ভাবে সৃষ্টি হয়নি তা আমরা এক্ষনে গণিতের ভাষা প্রয়োগে বুঝতে সচেষ্ট হব। ধরা যাক আমরা (১ থেকে ১০) ক্রমিক চিহ্নযুক্ত দশটি মুদ্রা পকেটে রেখে তা এমন ভাবে না দেখে হাতে নিতে চাইব যাতে ১,২,৩......১০ নং মুদ্রাটি আমরা ক্রমানুসারে পেতে পারি। সম্ভাবনা বিবেচনা করলে,

১ম বারে ১ম মুদ্রা আসবে এমন সম্ভাবনা= $\frac{১}{১০}$

২য় বারে ২য় মুদ্রা আসবে এমন সম্ভবনা= $\frac{১}{১০} \cdot \frac{১}{১০} = (\frac{১}{১০})^২$

---

৬. The age of analycis.p.85

১০ম বারে ১০ম মুদ্রা আসবে এমন সম্ভাবনা=

$$\left(\frac{১}{১০}\right)^{১০} = \frac{১}{১০০,০০০০০০০০}$$

এভাবে মুদ্রার সংখ্যা বাড়িয়ে অসীমে নিলে তা সঠিক ভাবে পাবার সম্ভাবনা দাঁড়াবে "শূন্য"।

এমনি এই মহাবিশ্বে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যাদের সকল কিছুই তাৎপর্যময়। আর এভাবে বলা যায় মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা 'শুন্য।'। বিপরীতে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃষ্টি এই তাৎপর্য্যময় বিশ্ব, ইহার সম্ভাবনা শতকরা একশত ভাগ।

এভাবেই বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে মহাবিজ্ঞান ময় আল্লাহই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, এতে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ নেই।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে সকল মানুষের চিন্তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র বিজ্ঞানময় কোরানের সূরা আত-ত্বারেক তুলে ধরলাম-

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমন কারীর।

(২) আপনি কি জানেন, যে রাত্রিতে আসে সেটা কি?

(৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

(৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।

(৫) অতএব মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে।

(৬) সে সৃজিত হয়েছে স্ববেগে স্খলিত পানি থেকে।

(৭) এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড এবং বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।

(৮) নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।

(৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে।

(১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না, সাহায্যকারীও থাকবে না।

(১১) শপথ চক্রশীল আকাশের।

(১২) এবং বিদীরণশীল পৃথিবীর।

(১৩) নিশ্চয়ই কুরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা।

(১৪) এবং এটা উপহাস নয়।

(১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে

(১৬) আর আমিও কৌশল করি।

(১৭) অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন কিছুদিনের জন্য।"

কৃপাময় আল্লাহ আমাদের সকলকে জ্ঞানদান করুন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি দান করুন। আমীন।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সংস্কৃতি : অনুকরণ ও অনুসরণ

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

এই পৃথিবীর বুকে আবহমান কাল ধরে লক্ষ লক্ষ জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি বিদ্যমান। প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠি, গোত্রের রয়েছে পৃথক পৃথক আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি, আইন কানুন ইত্যাদি। প্রত্যেকেরই আছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতিকে সু-শৃঙ্খল, সুন্দরতম, আদর্শবান, কর্ম নিষ্ঠাবান রূপে তুলে ধরা যায়। সংস্কৃতি মানব জীবনকে আদর্শবান রূপে গড়ে তুলতে পারে আবার পারে আদর্শহীন, নিকৃষ্ট, জঘন্য বানাতে। সমাজ থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পর্যায়ে সংস্কৃতির বিস্তার পরিলক্ষিত হয়।

আর্দশবান, কর্মনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল, মহান, সৌহার্দপূর্ণ মানসিক মূল্যবোধ সম্বলিত জাতি গঠনে সংস্কৃতির তুলনা নেই।

বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরার জন্য সংস্কৃতি কি? সে সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত কথায় সংস্কৃতি হচ্ছে-All the arts, beliefs, social institutions, Characteristics of a community, race etc.

আবার অন্যভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে।

Culture is what man has created material and non-material.

মোট কথা সংস্কৃতির সংজ্ঞা মনিষীগণ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।

সংস্কৃতির ভাবধারা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য সংস্কৃতি বিশারদগণ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান চালু করেছেন।

জাতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতিক ভাবধারা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রগতিশীল পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

তাদের মধ্যে যে সব আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান দেখা যায় তা আমাদের দেশের মুসলিম জন সাধারণ বিশেষ করে যারা প্রগতি-পন্থীদের অনুকরণে সুখবোধ করেন, নিজেকে ধন্য মনে করেন, তারা নির্বিচারে পালন করেন।

প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, হাই সোসাইটী, নাস্তিক পন্ডিত, সোস্যালিজম, কমিউনিজম, গান্ধিইজম হচ্ছে বর্তমান মানুষের তথা মুসলিম নামধারীদের আদর্শের অন্যতম উৎস। অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ প্রিয়তা সর্বদা ন্যায়নীতি ও সঠিক আদর্শের মুলে কুঠারাঘাত করার উদাও আহবান জানায়।

প্রগতি পন্থীরা এদেশের সমাজে নয়া বান ডেকে এনেছেন। অভিবাদন, শিষ্টতা, সম্ভাষন, সালাম ও সম্মান প্রদর্শন প্রতিটি জাতির মাঝে দেখা যায়। প্রগতিপন্থীরা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। তাই তাদের একে অপরের সাক্ষাৎ কালে বা বিদায়ের সময় বলতে দেখা যায়—

Good morning, Good day, Good bye, Tata.ইত্যাদি। । Good morning বাক্যটিতে দুইটি শব্দ আছে Good=শুভ বা ভাল morning প্রভাত বা সকাল।

শব্দ দ্বয়ের সমন্বয় ঘটালে ইহার অর্থ হবে 'সু-প্রভাত' বা ভাল সকাল।

যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে পরস্পর বলা বলি করে 'ভাল সকাল! ভাল সকাল! সুপ্রভাত! সু প্রভাত!'

তা হলে এই শব্দদ্বয় দ্বারা কি ভাব প্রকাশ পেল?

প্রগতিশীল পন্ডিত মুর্খরা ভেবে দেখেছেন কি? উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ নরনারী গণের Good morning-এর মতো জাহিলি যুগের বর্বর, মুর্খ আরবগণ 'সাবাহাল খায়ের' শব্দদ্বয় ব্যবহার করত।

Good morning-এর স্বরূপ সন্ধান:

"সাবাহাল খায়র" বা " গুড মর্নিং"-এর উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি বিরাট ইতিহাস রয়েছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, এই ধরা পৃষ্ঠে এমন কতগুলি জাতি ছিল যারা খোদাদ্রোহী। আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন সময় গজব, আযাব অবতীর্ণ করে ছিলেন।

কখন সকালে,কখন গভীর অন্ধকার রাত্রিতে কখনোবা প্রাতঃকালে আবার কখন মধ্যাহ্ন কালে এই সব গজব, আযাব আপতিত হত। সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, শিলাবৃষ্টি, রক্ত বাদল, ভূমিকম্প ইত্যাদির দ্বারা সেই সমস্ত অবাধ্য, বিবেকহীন, খোদাদ্রোহী, স্বেচ্ছাচারী, বর্বর জাতি বা জনপদ গুলিকে বিরান করে ছিলেন। এই সব বিপদগ্রস্ত জাতির লোক জন যদি কোন দিন বা রাত্রিতে বেঁচে যেত, তবে বলত, 'ইয়া সাবাহাল

http://islaminonesite.wordpress.com

খায়ের।' 'আজকের প্রভাত কত মনোরম'। সেই অন্ধকার যুগের আরবরা লুটতরাজ, মারামারি, হানাহানি, গোত্রদ্বন্দ্ব, রক্ত পাত, অপহরণ ইত্যাদিতে কুখ্যাত ছিল।

সশস্ত্র ডাকাত দল অন্ধকার রাত্রিতে অতর্কিত ভাবে আক্রমন করত। চালাত হত্যার ষ্টিম রোলার। ডাকাতদের আক্রমন হতে রক্ষা পাবার জন্য তাহারা আত্ম গোপন করত এবং নিরাপদে রাত্রি যাপন করতে পারলে প্রাতকালে বলত 'ইয়া সাবহাল খায়ের'।

যেহেতু আরবী ও ইংরেজী বাক্যদ্বয়ের অর্থ একই সেহেতু মুসলমান গণ নিজেদের সংস্কৃতি রেখে কিভাবে ইহা বলতে পারে? পশ্চিমা শেতাঙ্গ ও তাদের দোসর প্রগতি পন্থীদের অনুকরণে আমরা আনন্দ উপভোগ করি। নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। ভদ্র বলে আত্ম প্রকাশ করি।

প্রকৃত পক্ষে প্রগতি পন্থীদের অনুকরণে ভদ্রতা প্রকাশ করা সম্ভব?

কখনও কি ভাববার অবকাশ পেয়েছি আমরা কার অনুকরণ ও অনুসরণ করব? কাকে আদর্শের মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করব? রাসূল (সাঃ) বজ্রকণ্ঠে বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের নয় যে অন্যের ভাব ধারা গ্রহণ করে।' তিনি এও বলেছেন যে, যার ভাব ও যার অনুকরণ করবে সে(কিয়ামত কোর্টে)তার সঙ্গী হয়ে উঠবে' (তিরমিযী)।

অতএব প্রিয়নবীর উম্মত হতে হলে তার নির্ভেজাল সংস্কৃতি গ্রহণ ছাড়া সকল পথ রুদ্ধ।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের কাম্য। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, প্রগতিপন্থীদের Good morning, Good bye,Tata এর পরিবর্তে আমাদের করনীয় কি?

উত্তরঃ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই আব্দুল্লাহ বিন উমর হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি প্রিয় নবীর (ছাঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) ইসলামের উত্তম স্বভাব কি ? প্রিয় নবী (ছাঃ) উত্তর দিয়ে ছিলেন যে, লোক জনকে খাদ্য দান করা আর পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম করা। অর্থাৎ পরস্পরের সাক্ষাতে Good morning, Good day, Good afternoon.

Good. ইত্যাদির বদলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা। যার অর্থ অত্যন্ত সুন্দর। আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম মানুষ হতে চাইলে প্রগতিবাদীদের শেখানো বুলি না আওরিয়ে সালামের ব্যাপক প্রসার লাভ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেছেন সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় যে প্রথম সালামদেয়। বিদায়কালে প্রগতিপন্থী পন্ডিত, বুদ্ধিজীবি ও তথাকথিত হাই সোসাইটীর লোকেরা বলে থাকেন, Good bye, Tata.

কিন্তু প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা বাটী হতে বাইরে কোথাও যাবে, সে সময় বাড়ীর ছোট বড় সকলকে সালাম দ্বারা দোয়া করে যাবে (বায়হাকী)।

অনেক ক্ষেত্রে যারা সালাম আদান প্রদান করে থাকেন (বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্ররা) তারা কিছুটা হলেও হস্ত উত্তলন করেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীছে বলা হয়েছে। নবী (ছাঃ) বলেছেন- খবরদার ইয়াহুদ ও নাসারাগণের রঙ্গে রঞ্জিত এবং তাদের মতাবলম্বী ও ভাবধারাবাদী হইও না, কারণ ইয়াহুদীগণ আঙ্গুলির ইশারায় ও খৃষ্টানগণ হস্ত ইমারায় পরস্পর সালাম বিনিময় করে থাকে।

অতএব আমাদেরকে নির্ভেজাল সংস্কৃতির অনুসরণ করতে হবে।

আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি। তা শিরক বিহীন। কোন জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার সফল হাতিয়ার হচ্ছে সংস্কৃতিক আগ্রাসন। দীর্ঘ দুইশত বৎসর ব্যাপি এবং বর্তমান কালেও পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গরা আমাদের সংস্কৃতিকে বিলীন করার লক্ষ্যে তাদের সংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

আমাদেরকে ইয়াহুদি, নাসারাগণের হাব-ভাব, কার্যকলাপ, আনুকরণকে পদদলিত করতে হবে। প্রগতিপন্থী পন্ডিতগণ যে ভয়াবহ মারাত্মক সংস্কৃতিক ব্যাধি ছড়ানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত,তা থেকে বাঁচার প্রধান উপায় নির্ভেজাল সংস্কৃতির অনুসরণ করা।

ইসলামে সুন্নাতের মর্যাদা

মূলঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

মাসনূন খুৎবার পর

আমি ভালভাবে জানি যে, অদ্যকার এ মহতী অধিবেশনে বিশেষ করিয়া যেখানে বড় বড় ওলামা ও জ্ঞানী পন্ডিত মন্ডলী উপস্থিত আছেন, সেখানে ইল্‌মের নুতন কোন অধ্যায় সংযোজন করা যাহা ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই, আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। আমার বিশুদ্ধ খেয়াল ও ধারণা মতে আমি আমার অদ্যকার বক্তব্যের মাধ্যমে শুধু স্মরণ করানোর ভূমিকা পালন করিব। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন- "তুমি স্মরণ করাইয়া দাও কেননা স্মরণই মু'মিনদিগকে উপকার প্রদান করে।" মহিমান্বিত রামাযান মাসের রাত্রি সমূহের মধ্য হইতে অদ্যকার পবিত্র রাত্রিতে আমার বক্তব্য- ইহার ফযীলত ও আহ্‌কাম, ইহাতে ক্বিয়ামের ফযীলত এবং নানাবিধ বিষয় বস্তুর মধ্যে হইবে না, সাধারণ বক্তাগণ ও নছীহত কারীরা যেমন তাহাদের অভ্যাসমত বক্তৃতা করিয়া থাকেন। যাহা রোযাদারদের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে এবং যাহাতে অনেক কল্যাণ ও বরকত নিহিত রহিয়াছে। বরং আমি আমার বক্তব্য বিষয় হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাছিয়া লইয়াছি যাহার শিরোনাম হইতেছে 'শাশ্বত শরীয়তের ভিত্তি সমূহের মধ্য হইতে অন্যতম ভিত্তি' অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের গুরুত্ব কি তাহার পর্যালোচনা।

কুরআনের সহিত সুন্নাহ্‌র সম্পর্কঃ

আপনারা সকলে অবহিত রহিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন ও রিসালাতের দ্বারা তাহাকে বিভূষিত করতঃ তাহার উপর কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে তিনি যাহা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা লোকদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবার জন্য নবী করীম (ছাঃ)-কে আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

'আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিলাম এই জন্য যে, যাহা মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা তুমি তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দাও।' এখন আপনারা দেখিতেছেন যে এ পবিত্র আয়াতে উল্লেখিত ব্যাখ্যা বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুইটি কারণ পরম্পরার মধ্যে সীমিত।

প্রথমতঃ শব্দ ও ইহার বিন্যাস পদ্ধতির বর্ণনা করা অর্থাৎ কুরআনকে গোপন না করিয়া ইহা যথাযথ ভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যেভাবে ইহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার (ছাঃ) অন্তকরণের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। নিম্নের এ আয়াতে ইহার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে-

"হে রাসূল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা পৌঁছাইয়া দাও'।

আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একটি হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি তোমাদিগকে বলে যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাবলীগের বিষয়ে কিছু গোপন করিয়াছেন, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে'। অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করিলেন (বুখারী,মুসলিম)। মুসলিমের অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁহার তাবলীগের বিষয়ে যদি কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীকে গোপন করিতেন 'আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তুমি তাহাকে (যায়েদকে) বলিলে 'তোমার স্ত্রীকে (যয়নবকে) তুমি নিজের বিবাহের মধ্যে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর তুমি যাহা নিজের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিলে আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন যদিও তুমি মানুষকে ভয় করিতেছিলে কিন্তু আল্লাহই তাহার অধিক উপযুক্ত যে তুমি তাহাকে ভয় করিবে" (আল-আহযাব ৩৭)।

দ্বিতীয়তঃ শব্দ, বাক্য অথবা ঐ আয়াত যাহার অর্থ উম্মতের নিকট প্রকাশ করা প্রয়োজন, তাহার অর্থ

বর্ণনা করা। সাধারণতঃ ইহা সংক্ষিপ্ত, সদা ব্যবহৃত অথবা মুত্বলাক্ব আয়াতের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। সুন্নাত অর্থাৎ হাদীছ আসিয়া ইহার সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত, সাধারণকে বিশেষায়িত এবং মুতলাক্বকে শর্ত সাপেক্ষ করিয়া দেয়। ইহা যেমন নবী করীমের (ছাঃ) কথার মধ্যে হইয়া থাকে অনুরূপভাবে ইহা তাঁহার কাজ ও সম্মতির মধ্যেও সংঘটিত হইয়া থাকে।

কুরআন অনুধাবনের জন্য সুন্নাতের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উদাহরণঃ

আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'আর তোমরা পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কাটিয়া দাও'। ইহা এ বিষয়ে একটি উত্তম উদাহরণ। এখানে হাতের ন্যায় চোর শব্দ মুত্বলাক্ব বা সাধারন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা আলোচ্য আয়াতে শুধু চোরের হাত কাটার কথা বলা হইয়াছে কিন্তু কি পরিমান চুরি করিলে হাত কাটিতে হইবে, তাহা বলা হয় নাই। এক্ষণে মরফূ হাদীছে উহার ব্যাখ্যা আসিয়াছে নিম্নরূপঃ 'এক চতুর্থাংশ অথবা তদুর্দ্ধো দিনার ব্যতীত কোন হস্ত কর্তন নাই' (বুঃ মুঃ)।

অপরটি যাহা তাহার (ছাঃ) কাজ অথবা তাঁহার সম্মতিসূচক ঈঙ্গিতের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চোরের হাত তাহার কব্জি হইতে কাটিয়া দিতেন যেমন হাদীছের কিতাবাদিতে রয়েছে। অনুরূপ ভাবে উক্তিমূলক সুন্নাতে উল্লেখিত হাতের অর্থ তায়াম্মুমের আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন যেমন- 'তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত সমূহের মাসাহ কর'। ইহা হাতের তালু অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন 'মুখমন্ডল ও তালুদ্বয়ের জন্য হাত মাটিতে মারার নামই তায়াম্মুম' (বুঃ মুঃ ও অন্যান্য)। এখানে আরও কতগুলি আয়াত উল্লেখ করা যাইতেছে যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কি তাহার প্রকৃত তাৎপর্য সুন্নাতের সাহায্য ছাড়া সঠিক ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

১। আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে ও নিজেদের ঈমানের সহিত যুলমকে জড়িত করে নাই, তাহারাই শান্তির মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত'। (আল-আন'আম ৮২)

এখানে নবী করীমের (ছাঃ) ছাহাবীরা যুলম (অত্যাচার) শব্দের অর্থ সাধারণ বা ব্যাপক অর্থে বুঝিয়া ছিলেন যাহা সাধারণতঃ প্রত্যেক যুলমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা যত ছোট যুলমই হউক না কেন। এ আয়াতের ব্যাপারে তাহারা এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া বলিলেনঃ

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে রহিয়াছে যে, সে যুলমের সহিত তাহার ঈমানকে বিজড়িত করে নাই? নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ইহা এইরূপ নয় বরং ইহা 'শিরক'। তোমরা কি লোকমানের উক্তি শুন নাই? 'নিশ্চয়ই শিরক অতি বড় যুলম' (বুঃ মুঃ ও অন্যান্য)।

২। আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'আর তোমরা যখন যমীনে (অথবা পানিতে) সফর কর, তখন তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা ছালাত সংক্ষিপ্ত কর এই ভয়ে যে কাফিরেরা তোমাদিকগকে বিপদে ফেলিবে' (আন-নিসাঃ ১০১)। বাহ্য দৃষ্টিতে এই আয়াত প্রমাণ করিতেছে যে, ভয়ের কারণ বিদ্যমান থাকিলে সফরের অবস্থায় ছালাত কছর করিতে হইবে। তাই কতক ছাহাবী রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) -কে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা যখন শান্তির অবস্থায় থাকিব তখন কছর করার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ইহা একটি ছাদকা যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার ছাদক্বাকে কবুল কর (মুসলিম)।

৩। আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে মৃতজন্তু, রক্ত...........'(আল-মায়েদা ৩)। এক্ষণে উহার ব্যাখ্যায় নবী করীম (ছাঃ) বলিয়াছেনঃ 'তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজন্তু ও দুই প্রকারের রক্তকে হালাল করা হইয়াছে। ফড়িং ও মৎস (অর্থাৎ সর্ব প্রকারের ছোট বড় মৎস) এবং কলিজা ও প্লীহা'। বায়হাক্বী ও অন্যরা ইহাকে মারফূ ও মওকুফ হিসাবে বর্ণনা

করিয়াছেন। আর মওকুফের সনদ ছহীহ যাহা মারফু-এর হুকুমের মধ্যে পরিগণিত। ইহা নিজের ব্যক্তিগত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় না।

৪। আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'বলুন, আমার প্রতি যে ওহী করা হইয়াছে তাহাতে তো আমি কাহারও ভক্ষণের জন্য কোন খাদ্য দ্রব্যকে হারাম পাই নাই। কিন্তু হাঁ মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস। কেননা এইগুলি অপবিত্র ও গোনাহর বস্তু। এবং যাহার উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে' (আনআম ১৪৫)। অতঃপর সুন্নাত আসিয়া এই আয়াতের মধ্যে যে সমস্ত বস্তুর নাম উল্লেখ নাই তাহা হারাম করিয়া দিয়াছে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন' 'পশুদের মধ্য হইতে প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট পশু ও পক্ষীদের মধ্য হইতে প্রত্যেক ধারালো নখ বিশিষ্ট পক্ষী হারাম।' এ সম্পর্কে আরও অনেক নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীছ বর্ণিত আছে। যেমন-নবী করীম (ছাঃ) খায়বার দিবসে বলিয়াছিলেন, 'আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (ছাঃ) তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করিতেছেন কেননা উহা নাপাক'। (বুখারী মুসলিম)।

৫। আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'বলুন, আল্লাহ যে সমস্ত শোভাবর্দ্ধক বস্তু ও পবিত্র রুযী তাহার বান্দাদের জন্য পয়দা করিয়াছেন, তাহা কে হারাম করিয়াছে?' (আল-আরাফ ৩২)। এখানে যে সমস্ত শোভাবর্দ্ধক বস্তু হারাম করা হইয়াছে তাহা সুন্নাতই হারাম করিয়াছে। যেমন- নবী করীম (ছাঃ) একদা এক হস্তে রেশম ও অপর হস্তে স্বর্ণ নিয়ে বলিলেন 'এই দুইটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল' (হাকেম)।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে হাদীছ বা সুন্নাতের গুরুত্ব কতখানি। উল্লেখিত উদাহরণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, সুন্নাতের সাহায্য ছাড়া পবিত্র কুরআন মজীদের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

প্রথম উদাহরণে আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত 'যুলম' শব্দের প্রকৃত অর্থ ছাহাবারা বুঝিতে ভূল করিয়াছিলেন। যদি নবী করীম (ছাঃ) তাহাদের ভূলের সংশোধন না করিতেন এবং আমাদিগকে উল্লেখিত 'যুলম' শব্দের অর্থ যাহা 'শিরক' ছাড়া অন্য কিছু নয় তাঁহার সঠিক ব্যখ্যা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ভূলের অনুসরণ করিতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সুন্নাতের মাধ্যমে আমাদিগকে বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণে যদি উল্লেখিত হাদীছ না থাকিত তাহা হইলে আমরা সফরে শান্তি অবস্থায় ছালাতে কছর (সংক্ষিপ্ত) করিতাম না। আয়াতের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে ভয়ের শর্ত বুঝা যাইতেছে। যাহা কতক ছাহাবা বুঝিয়াছিলেন। যদি তাহারা নবী করীম (ছাঃ) কে কছর করিতে না দেখিতেন তাহা হইলে তাহারাও কছর করিতেন না।তাই রাসুলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর সহিত তাহারা শান্তি অবস্থায়ও নামায কছর করিতেন।

তৃতীয় উদাহরণে হাদীছ পাওয়া না গেলে আমরা হালাল বস্তুকে হারাম করিতাম। যাহা আমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। যেমন ফড়িং, মৎস্য কলিজা ও প্লীহা।

চর্তুথ উদাহরণে আমরা যে কতগুলি হাদীছের উল্লেখ করিয়াছি তাহা যদি বিদ্যমান না থাকিত তবে আমরা ঐ সমস্ত বস্তু হালাল করিতাম যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর (ছাঃ) জবানের দ্বারা হারাম করিয়াছেন। যেমন হিংস্র জন্তু ও ধারালো নখ বিশিষ্ট পক্ষী সমূহ।

অনুরূপ ভাবে পঞ্চম উদাহরণেও যদি হাদীছের উল্লেখ না থাকিত তা হইলে আমরা স্বর্ণ ও রেশমকে হালাল করিয়া লইতাম যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর (ছাঃ) মাধ্যমে হারাম করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের কতক পূর্বসুরী মন্তব্য করিয়াছেন যে, সুন্নাত কিতাবের (কুরআন) উপর ফায়সালা দান করে।।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

ওমর ফারূক (রাঃ)

-আখতারুল আমান

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর কথা মুসলিম উম্মাহর নারী পুরুষ, ছোট বড় নির্বিশেষে কম বেশী সকলেই জানেন। তিনি সেই আমীরুল মুমিনীন এবং খুলাফায়ে রাশেদার ২য় খলীফা যাঁর নাম শুনে তৎকালীন রোম ও পারস্যের সম্রাটগণও ভয়ে প্রকম্পিত থাকত। যাঁকে শয়তান পর্যন্ত দেখে ভয় পেত। তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে সর্বমোট ৫৩৯ টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের প্রণেতাগণ স্ব স্ব কিতাবে তাঁর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তাঁর তিন ছেলে-মেয়ে আব্দুল্লাহ, আসেম, হাফসাহ ও তাদের দাস আসলাম, এবং ইবনে আব্বাস, উছমান, আলী, ত্বালহা, প্রমুখগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন (তারীখুল খোলাফা ১০২, মুখতাসার বুখারী ৫৩৫ পৃঃ)

নাম ও জন্মঃ

তাঁর প্রকৃত নাম ওমর। উপনাম, আবু হাফস। উপাধি ফারূক (তারীখুল খোলাফা ১০১ পৃঃ)। তাঁকে ফারূক কেন বলা হয় এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সূয়ূতী আবু নু'আইম ও ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে দীর্ঘ একটি হাদীছ নকল করেছেন, হাদীছটির শেষাংশে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এইযে, ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে নবী করীম (ছাঃ) কে একথা বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ! আমরা কি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? উত্তরে মহানবী (ছাঃ) বলেছিলেন - হাঁ অবশ্যই। (ওমর বলেন) তখন আমি বললাম তবে গোপন করার রহস্য কি? অতঃপর আমরা দু' কাতার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এক কাতারে ও হামযাহ্ অন্য কাতারে। অতঃপর আমরা (মক্কার) মসজিদে ঢুকে পড়লাম। তখন কুরায়শগণ আমার ও হামযার দিকে অবলোকন করে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হ'ল, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নাম 'ফারূক' রাখেন'। ফারূক নাম এজন্যই করা হয়েছিল যে, তিনি ইসলামকে প্রকাশ করেছিলেন ও হক্ব-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য প্রদান করেছিলেন (তারীখুল খোলাফা ১০৭ পৃঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ) হাতির ঘটনার ১৩ বছর পর অর্থাৎ হিজরতের ৪২ বছর পূর্বে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন (আত-তারীখুল ইসলামী পৃঃ ১১৪)।

বংশ পরিচয়ঃ ওমর (রাঃ) -এর পিতার নাম ছিল খাত্তাব, মাতার নাম ছিল হান্‌তামাহ। তার বংশ তালিকা হল, উমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উয্যা বিন রিয়াহ বিন কুরত বিন রাযাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লু-আই (তারীখুল খোলাফা ১০১ পৃঃ)।

ইসলাম গ্রহণঃ হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের চরম শত্রুদের অণ্যতম ছিলেন। তিনি তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত কঠোর ও অসামান্য বীরপুরুষ রূপে পরিচিত ছিলেন।

তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ সালে মতান্তরে ৭ম সালের যিলহাজ্জ মাসে ইসলাম গ্রহন করেন (তারীখুল খোলাফা ১০৮, ত্বাবক্বাতে ইবনে সা'দ ৩ /২৬৯-২৭০)।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ হল, আল্লাহ্র দরবারে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত দো'আটি- 'হে আল্লাহ! আবু জাহ্ল ও ওমর বিন খাত্তাব এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে আপনার নিকট পছন্দনীয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন' (আহমাদ তিরমিযী)।

তাঁর ইসলাম গ্রহণে দুই পরস্পর বিরোধী সমাজে দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কাফের সমাজ যেমন আশ্চর্যান্বিত হয় তেমনি হয় হতাশাগ্রস্থ, পক্ষান্তরে

ক্ষুদ্র পরিসরের ইসলামী সমাজে উৎসাহ উদ্দীপনার এক জোওয়ার পরিলক্ষিত হয়। (রাশেদা -১১১ পৃঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি স্বীয় বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁদেরকে প্রহার করতে গিয়ে তাঁর বোন থেকে সূরায়ে 'ত্বাহা' -এর কতিপয় আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই কারণ মোটেই ঠিক নয়। কেননা উক্ত ঘটনা ছহীহ ও মাকবুল সনদে বর্ণিত হয়নি। ডঃ মাহদী রিযকুল্লাহ বলেন,'আলোচ্য ঘটনাটি এমন কোন সনদে বর্ণিত হয়নি যা মুহাদ্দেসীনের নিকটে ছহীহ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত' (আস-সীরাহ আন-নাবুবিয়্যাহ পৃঃ ২১৬)।

তাঁর মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদীছঃ

ওমর (রাঃ)-এর ফযীলত সম্পর্কে ছহীহাইন, সুনানে আরবা'আহ (সুনান চতুষ্টয়) সহ আরো বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে বহু হাদীছ সঙ্কলিত রয়েছে। তন্মধ্য হ'তে নিম্নে কিছু হাদীছের অবতারণা করা হল-

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। হঠাৎ দেখি একজন মহিলা (বালিকা) একটি প্রাসাদের পার্শ্বে ওযু করছে, আমি বললাম,এই প্রাসাদটি কার? তারা বলল এটা ওমরের (প্রাসাদ)। আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম। কিন্তু (হে ওমর!) তোমার এ কথাটি আমার স্মরণ হয়ে গেল যে তুমি স্বীয় অধিকারে কারো অংশ স্থাপন পছন্দ না। সুতরাং পিছন দিকে সরে গেলাম। (এতদশ্রবণে) ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন ও বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি স্বীয় স্বত্তে আপনার শরীক হওয়াকে খারাপ জানি? (বুখারী ও মুসলিম)

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি (এই কথা) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম স্বপ্নে দেখলাম লোকদিগকে আমার সম্মুখে পেশ করা হল জামা পরিহিত অবস্থায়, ঐ জামাগুলোর কোনটা বক্ষ পর্যন্ত আবার কোনটা এরও কম পর্যন্ত ছিল। আর ওমরকে আমার সম্মুখে পেশ করা হল এমতাবস্থায় যে, তাঁর গায়ে এমন একটি জামা ছিল যা (অধিক লম্বা হওয়ার কারণে) সে ঝুলিয়ে টানতে ছিল। ছাহাবীরা বলল এর কি ব্যাখ্যা (তাবীর) করেছেন হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন এটা হল ধর্ম (এর উদাহরণ) (বুখারী ও মুসলিম)।

(৩) সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (ছাঃ) (ওমরকে সম্মোধন করে) বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র! ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে শয়তান যদি তোমাকে এক পথে চলতে দেখে তখনই সে অন্য পথে চলতে শুরু করে (বুখারী ও মুসলিম)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ ওমরের যবানে ও অন্তরে হক স্থাপন করে দিয়েছেন (তিরমিযী, সহীহুত তিরমিযী লিল আলবানী -তারীখুল খোলাফা ১০৯ পৃঃ)।এছাড়াও তিনি ঐ দশজন ছাহাবার অন্যতম ছিলেন যাদেরকে পৃথিবীতে জান্নাতের সুভ সংবাদ নবী (ছাঃ) কর্তৃক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

তাঁর গুণাবলীঃ তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ন, সাহসী, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, স্বল্পে তুষ্ট এবং বিনয়ী। তিনি মানুষকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ্র জন্য-ই ঘৃনা করতেন। তিনি সুন্নাতের চরম পাবন্দ ছিলেন। প্রতিটি কথায়-কাজে, ব্যবসা-বানিজ্যে, চলা-ফিরায় মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতেন। কাফের বে-দ্বীনদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর এবং মুমিনদের ব্যাপারে ছিলেন অতীব দয়ালু। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে যে ভাবে তিনি পরামর্শ দিতেন, সে অনুসারে প্রায়ই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হ'ত। তিনি অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু ছিলেন। ছালাতে দাঁড়িয়ে ক্বেরাত শুরু

করতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। পিছনের কাতার থেকেও তার সেই কান্না শুনা যেত (আত-তারীখুল ইসলামীও /২০২)।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণঃ

তিনি হযরত আবু বক্র (রাঃ)-এর মনোনয়ণের মাধ্যমে ১৩ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ -এর ২২/২৩ তারিখ,রোজ মঙ্গলবার খেলাফত লাভ করেন(তারীখুল খোলাফা ১১২ পৃঃ)। তাঁর খেলাফত কাল ছিল সাড়ে দশ বছর। খেলাফতের দায়িত্ব লাভের পর মিম্বারে দাড়িয়ে তিনি এই বলে দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! অমি কঠোর ও রুঢ় প্রকৃতির সুতরাং আমাকে নরম করে দিন, আমি দূর্বল আমাকে সবল করুন, আমি কৃপণ আমাকে দানবীর বানিয়ে দিন'। হে জনতা! (জেনে রাখুন) শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট দূর্বল। এজন্যই আমি তার থেকে (অন্যের) হক আদায় করে নিব। আর দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকটে সবল এ জন্যই তার হক (অন্যের থেকে) আদায় করে দিব (মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃঃ ৬১৮)।

তাঁর খেলাফতকালে যুদ্ধের মাধ্যমে বহু অমুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে তাঁর খেলাফতের অধীনে চলে আসে। এর মধ্যে দামেস্ক, হিম্স, বা'লাবাক্কা, বসরা, আহওয়ায, মাদায়েন, ইস্কান্দারিয়া, নাহাওন্দ, আযারবায়জান, আসকালান, রোম, ফিলিস্তিন ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (তারীখুল খোলাফা ১২২-১২৪, মুখতাসারু সীরাতির রাসুল ৬১৮-৬১৯ পৃঃ)।

বিচার-ইনসাফঃ হযরত ওমর (রাঃ) বিচার ও ইনসাফের দিক থেকেও অনন্য ছিলেন। 'ফারুকী খেলাফতের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক হল, সুবিচার ও ইনসাফ। তাঁর শাসন আমলে বিন্দু পরিমাণ বে-ইনসাফী অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁর এই ঐতিহাসিক বিচার ও ইনসাফ কেবল মুসলমান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং তার সুবিচারের দ্বার ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজূসী প্রভৃতি অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও অবারিত ও চির উম্মুক্ত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক অমুসলিম বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, আমার উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে। অথচ আমি একজন গবীর মানুষ। তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং কিছু নগদ সাহায্য করলেন। আর এই বলে ফরমান লিখে পাঠালেন যে, 'এই ধরনের আরো যত যিম্মী গরীব লোক রয়েছে তাঁদের সকলের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দাও। আল্লাহ্র শপথ, এদের যৌবনকালে কাজ আদায় করে বার্ধক্যে এদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা কিছুতেই ইনসাফ হতে পারে না' (খিলাফতে রাশেদা পৃঃ ১৪২, আত-তারীখুল ইসলামী পৃঃ ২১১)।

ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)ঃ

হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে পদে পদে মেনে চলতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, উঠা-বসা সমুদয় কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করতেন।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ওমর (রাঃ) একদা বলেন, (হজ্জ-উমরার ত্বাওয়াফে) রমল বা হালকা দৌঁড়ানোর কি সম্পর্ক রয়েছে আমাদের সাথে? এর দ্বারা তো আমরা মুশরিকদের দেখিয়েছিলাম (যে আমরা দূর্বল নই, বরং সবল)। অথচ (তারা আর এখন নেই) আল্লাহ তো তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন,(রমল করার কারণ আজ আর না থাকলেও যেহেতু ইহা একটি এমনই বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছেন। কাজেই ইহা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়' (মুখতাসার সহীহ বুখারী হাদীছ নং ৮১৩)।

তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে যেয়ে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি অপকার বা উপকার কিছুই করতে পারনা। আমি যদি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না' (বুখারী)।

রাসূলে করীম (ছাঃ) অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে জীবন অতিক্রম করেছেন। এই জন্য

হযরত ওমর (রাঃ) রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতেন। একবার তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা এখন তো আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য দান করেছেন, কাজেই উত্তম পরিচ্ছদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করতে এখন আপনার বিরত থাকা উচিত নয়। জওয়াবে তিনি বললেন, রাসূলে করীমের (ছাঃ) দুঃখ ও দারিদ্র্য জর্জরিত জীবনের কথা কি তুমি ভুলে গেলে? আল্লাহ্‌র শপথ, আমিতো আমার নেতাকে অনুসরণ করেই চলব।.....চলব এই আশায় যে, পরকালে আল্লাহ আমাকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন' (খিলাফতে রাশেদা-১১২ পৃঃ)।

ওমর (রাঃ)-এর কারামাত বা অলৌকিক ঘটনাঃ

আহ্‌লেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত কারামাতে আউলিয়ায় বিশ্বাসী। আল্লাহ ওলীদের হাতে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন, এই কথায় তাদের মধ্যে দ্বিমত নেই। সালাফে ছালেহীনের অনেকের হ'তে এ ধরণের অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তার বহু অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। নিম্নে তাঁর জীবনের একটি অলৌকিক ঘটনা আলোচিত হল -

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, (আমার পিতা) ওমর (রাঃ) সৈন্যবাহিনী পাঠালেন (এক দূরবর্তী স্থানে) এবং তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন 'সারিয়া' নামক এক ব্যক্তিকে। তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর ওমর (রাঃ) জুম'আর খুৎবা দান করছিলেন এমতাবস্থায় এই বলে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেন-

'হে সারিয়া! (সৈন্য সহ) পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হও'! এই কথা তিনি তিন বার বললেন। কিছুদিন পর ঐ সৈন্যবাহিনীর সংবাদ বাহক মদীনায় আগমন করেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা (দুশমনদের হাতে) প্রায় পরাজিত হয়ে গিয়েছিলাম। এমতাবস্থায় একটি ধ্বনি শুনতে পাই এই মর্মে যে, হে সারিয়া! (সৈন্য সহ) পাহাড়ের সন্নিকটে চলে যাও! তিনবার উক্ত আওয়াজ শুনতে পাই। তখন আমরা আমাদের পিঠগুলো পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে দিলাম (এবং তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলাম)। আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করলেন। আর ঐ পাহাড়টি (যার নিকটে 'সারিয়া' ছিলেন) নাহওয়ান্দে অবস্থিত, যা অনারবদের জমির অন্তর্ভুক্ত'।

উক্ত আছারটি বর্ণনা করেন বায়হাকী, আবু নুআইম লালকাঈ, ইবনুল আরাবী, খত্বীব বাগদাদী প্রমুখগণ এবং হাফেয ইবনে হাজার স্বীয় 'আল ইসাবাহ' কিতাবে বলেন, এই আছারটির সনদ হাসান (তারীখুল খোলাফা পৃঃ১১৭)। তবে অনেকেই উহার বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

নাহাওয়ান্দ মদীনা হতে বহু দূরের পথ। উভয় স্থানের মধ্যে প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধান। উক্ত আছারটির মধ্যে বিস্মিত হওয়ার দুটো দিক রয়েছে-

১. কিভাবে ওমর(রাঃ) এতদূরের পথ হতে তার সেনাবাহিনী ও সেনা প্রধান কে দেখতে পেলেন যে, সেনা প্রধানকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বললেন (হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হও) ?

২. ওমরের উক্ত কথাটি তাঁরা অতদূর হতে শুনতে পেলেন কিভাবে? সে যুগে তো টেলিফোন, টেলিগ্রাম ইত্যাদি কিছুই ছিলনা। বস্তুতঃ এটিই হল অলৌকিক ঘটনা যা আল্লাহ ওমরের মাধ্যমে ঘটিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তো সকল বস্তুর উপর-ই ক্ষমতাবান।

ওমর (রাঃ) এর শাহাদত বরণঃ

ওমর (রাঃ) বিধর্মীদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন হেতু কোন বিধর্মীকে মদীনায়

প্রবেশের অধিকার দিতেন না। কিন্তু এর পরও অনেকে ইসলামের ক্ষতি সাধন করার জন্য বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। 'আবু লু'লুআ' তাদেরই একজন। তার হাতেই ওমর (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। কয়েক প্রকার কাজে -পারদর্শী দেখে ওমর (রাঃ) তাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। সে মূলে ছিল অগ্নি উপাসক (মাজূসী)। তাই সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও নিজে মাজূসী ধর্মের উপর অটল ছিল। তবে সে তা প্রকাশ ও প্রচার করতে পারতনা। যুদ্ধবন্দীদের নিকট এসে তাদের মাথায় হাত বুলাতো আর ক্রন্দন করতো এবং বলতো, 'ওমর আমার কলিজা খেয়ে ফেলেছেন' (আত-তারীখুল ইসলামী)।

উক্ত আবু লু'লু সুযোগ সন্ধান করতো ও ওমর (রাঃ)-এর চলাফেরা, কাজ কাম-এর প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌ত। শেষ পর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ওমর (রাঃ) -কে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ হ'ল ছালাত আদায়ের সময়। কাজেই তাঁকে সে সময়েই হত্যা করতে হবে। বাস্তবে তাই হ'ল। ২৩ হিজরী সনের ২৭ শে যিলহাজ্জ ফজরের ছালাতের জন্য মসজিদে সবাইকে ওমর (রাঃ) কাতার সোজা করতে বললে আবু লু'লু মাজূসী প্রথম কাতারে দন্ডায়মান হয় এবং সুযোগ বুঝে ওমর (রাঃ)-এর স্কন্ধে ও কোমরে ছুরি দিয়ে আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) ধরাশায়ী হন। তাঁর সঙ্গে আরো ১৩ জনকে সে আঘাত করে। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় উক্ত ছুরি দিয়েই সে আত্মহত্যা করে। হযরত ওমর (রাঃ)-কে স্বীয় বাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। (আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ১৯২-১৯৩, মুখতাসার সীরাহ, পৃঃ ৬২২, ৬২৩)। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী দেখে ওমর (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে নিজ পুত্র আব্দুল্লাহকে এই মর্মে পাঠান যেন তিনি তাঁকে তাঁর উভয় সাথী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে দাফন করার অনুমতি দেন। মা আয়েশা অনুমতি দিয়েছিলেন (আত-তারীখুল ইসলামী-১৯৪ পৃঃ)। যে ছয় জনকে তিনি তার খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন তারা হলেন, (১) আলী (২) উসমান (৩) ত্বলহা (৪) যুবায়ের (৫) সা'দ (৬) আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) (মুখতাসার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬২৪)। ওমর (রাঃ) আহত হওয়ার পর তিন দিন জীবিত ছিলেন (আত-তারীখুল ইসলামী)। তারপর শাহাদাত বরণ করেন (ইন্নাল্লিাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)। তাঁর দাফন কার্য সম্পাদন করা হয় মুহাররম মাসের প্রথম তারিখ রোজ রবিবার (তারীখুল খেলাফা, পৃঃ ১২৭, মুখতাসার সীরাহ ৬২৪ পৃঃ)। তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেছিলেন সুহায়ব রূমী (তারীখুল খোলাফা ১২৭ পৃঃ, আত-তারীখুল ইসলামী ১৯৭ পৃঃ, মুখতাসার সীরাহ ৬২৪ পৃঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের দিনটি মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট দুঃখের দিন বলে চিহ্নিত হলেও ঐ দিনটি 'শীআ' সম্প্রদায়ের নিকট ঈদের দিন বলে বিবেচিত। ঐদিনে তারা অতীব ভক্তির সাথে স্মরণ করে ওমর (রাঃ)-এর ঘাতক ঐ আবু লু'লু মাজূসীকে। হযরত ওমরকে সে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল বলে শী'আরা তাকে 'ধর্মের বীর পুরুষ' নামে আখ্যায়িত করে (বুতলানু আকাইদিশ্‌ শীআহ)। তাদের মধ্যে আরো বহু ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকার কারণে তারা বাতিল ফির্কার অন্তর্ভুক্ত। অথচ এহেন পথভ্রষ্ট ফির্কার প্রশংসায় ইসলামের অনুসারী একটি মহল পঞ্চমুখ। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুন! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক্ব দিন। আমীন ছুম্মা-আমীন- অ আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুল্লািহে রাব্বিল আলামীন॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

- আব্দুস সামাদ সালাফী

১। এক ধনী ব্যবসায়ীর ৪টি ছেলে ছিল। অন্তিম কালে ছেলেদেরকে ডেকে বললেন আমি মৃত্যু পথের যাত্রী। আমার পরে মালামাল ভাগ করা নিয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য হতে পারে। কাজেই আমি তোমাদেরকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে যাচ্ছি। তিনি ভাগ করে দিয়ে বললেন, এর পরেও যদি মাল বন্টন করতে গিয়ে মতানৈক্য হয়, তাহলে ওমুক বাদশাহ্র নিকট গিয়ে বন্টন করে নিও। ব্যবসায়ী মারা গেলে মাল বন্টনে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। তারা ৪ ভাই বাদশাহ্র নিকটে যাবার জন্য যাত্রা করল। পথে এক বৃদ্ধের সাথে দেখা। তিনি বললেন, বাবারা আমার একটি উট হারিয়ে গেছে, তোমরা কি তা দেখেছ? বড়জন বলল, আপনার উটের বাম চক্ষুটি কানা? বৃদ্ধ বললেন হাঁ। মেজ ভাই বলল, বাবাজী আপনার উটের পেছনের ডান পা কি খোঁড়া? তিনি বললেন হাঁ। সেজ ভাই জিজ্ঞেস করল, আপনার উটটি মনে হয় খোটা থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিল এবং রাখাল পেছনে ধাওয়া করেছিল? বৃদ্ধ বললেন হাঁ। ছোট মিঞা জিজ্ঞাসা করল, আপনার উটটি কি 'বাড়িয়া' (লেজ কাটা) ছিল? তিনি হাঁ বলে উত্তর দিলেন। চার ভাই বলল, বাবা আপনার উট আমরা দেখিনি, আপনি খোঁজ করেন পেতে পারেন। বৃদ্ধ বললেন, আমার উটের যাবতীয় পরিচয় দিলে আবার বল কিনা যে উট দেখ নাই? এটা আমি মানিনা। তোমরাই আমার উট খেয়েছ, অতএব আমার উট দিতে হবে, নইলে বাদশার নিকট যেতে হবে। তারা বলল, কোন্ বাদশাহ? তিনি সেই বাদশাহ্র নাম বললেন যেখানে তারা যাচ্ছে। তারা বলল ঠিক আছে চলুন। বাদশাহ্র দরবারে গিয়ে বৃদ্ধ এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে এরা তা অস্বীকার করল। বৃদ্ধ বললেন জনাব, আমার উটের যাবতীয় দোষ গুণ বলেছে, তারা যদি না দেখে থাকে বা না নিয়ে থাকে তাহলে কেমন করে বলল? বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন কি বাবা তোমরা এগুলো বলেছ? তারা বলল, জি-হাঁ। বাদশাহ বললেন, তোমরা উট দেখ নাই কিন্তু তার দোষ গুণ বলে দিলে কি করে? তারা ব্যাখ্যা দিল। বাদশাহ বৃদ্ধকে বললেন, তোমার উটের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, তুমি উট খোঁজ কর পেয়ে যাবে।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে এবং কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল, আমরা বসরার ওমুক সওদাগরের ছেলে। বাদশাহ সে সওদাগরকে জানতেন। তিনি তাদের সবচেয়ে উন্নতমানের আপ্যায়নের নির্দেশ দিলেন এবং ব্যবস্থা যথাযথভাবে নেয়া হল। বাদশাহ প্রধান মন্ত্রীকে বললেন, এরা খেতে বসলে আপনি আড়ালে থেকে ওদের কথোপকথন শুনবেন। এরা বড় বিচক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। মন্ত্রী তাই করলেন। যথাসময়ে তাদের খানা পরিবেশন করা হ'ল এবং খাওয়া আরম্ভ হ'ল তার সাথে তাদের কথাবার্তাও আরম্ভ হল। বড় ভাই বলল, রুটিটা ভালই হয়েছে তবে যে মহিলা এটা তৈরী করেছে, সে যদি মাসিকের অবস্থায় না থেকে ভাল অবস্থায় থাকত, তাহ'লে আরোও ভাল হ'ত। ২য় ভাই বলল, গোস্তটাও সুন্দর হয়েছে, তবে যে ছাগলের গোস্ত, সেটা যদি কুকুরের দুধ পান করে লালিত পালিত না হ'ত, তাহলে আরো ভাল হ'ত। ৩য় ভাই বলল, মদটা খুব উন্নত মানের তবে এটা যদি কবরের উপরের গাছের ফল দিয়ে তৈরী না হয়ে অন্য গাছের ফল দিয়ে হ'ত, তাহ'লে আরো ভাল হ'ত।

৪র্থ ভাই বলল, বাদ্শাহ খুব ভাল মানুষ ও অমায়িক কিন্তু যে পিতার সন্তান হিসাবে পরিচিত, সে পিতার হ'লে আরো ভাল হ'ত। ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। মন্ত্রী মহোদয় বাদ্শাহ্র নিকট গিয়ে পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করলেন। এবার বাদশাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন। প্রথমে বাবুর্চীকে? বললেন, তুমি কি অবস্থায় আছো? সে বলল কেন? তিনি বললেন প্রয়োজন আছে। সে বলল, আমি মাসিকের অবস্থায় আছি। বাদ্শাহ বললেন, তুমি কেন খানা তৈরী করলে? সে বলল, আপনার নির্দেশ উন্নতমানের খানা তৈরী করতে হবে এবং সব চেয়ে ভাল পাকানি আমিই। কাজেই আমিই তৈরী করেছি। রাখালকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কেমন ছাগল দিয়েছিলে? সে বলল আমার পালে যেটা সবচেয়ে ভাল ছিল সেটাই দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি ভাবে পালন করেছিলে? রাখাল বলল, বাচ্চাটি যখন ৬/৭ দিনের, তখন তার মা মারা যায়। এদিকে একটি কুকুরের একটি বাচ্চা হয়ে মারা যায়। কাজেই উক্ত ছাগল ছানাটিকে ঐ কুকুরের দুধ পান করিয়ে পালন

করেছিলাম। বাদশাহ্ বললেন, তুমি ওটা না দিয়ে অন্য একটি ভাল দেখে দিলেনা কেন? রাখাল বলল, স্যার! আমার পালের সবচেয়ে ভাল ওটাই ছিল, তাই.....। এবার বাদ্শাহ্ মদ তৈরী কারককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গাছের ফল থেকে মদ তৈরী করেছিলে? সে বলল, জনাব আপনার আব্বার কবরের উপরে যে আঙ্গুর গাছটি আছে, তারই ফল থেকে। তিনি বললেন কেন এর চেয়ে আর ভাল মদ ছিল না? সে বলল না'। এবার গেলেন তার মায়ের নিকটে। বললেন, মা আমার আব্বা কে? মা প্রশ্ন করলেন, কেন বাবা এর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে বলেইতো জিজ্ঞেস করছি। মা উত্তর দিলেন, বাবা! যাকে তোমার আব্বা বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন বাঁঝা, তাঁর ঔরসে কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। আমি চিন্তা করলাম, এই বাদশাহ্ মরে যাবার পর আমাকে রাজপ্রাসাদ ছাড়তে হবে। অন্য কেউ বাদশাহ হলে আমাকে রাখবেনা। কথা সবগুলোই সত্য প্রমাণিত হল। বাদ্শাহ্ মন্ত্রীকে বললেন, আপনি ওদের নিকট গিয়ে এই কথাগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন। তিনি গিয়ে ব্যাখ্যা সবই ঠিকঠিক পেলেন এবং বাদশাহকে শুনালে বাদশাহ্ বললেন, এরা 'শয়তান'। এদেরকে এখনি বিদায় না করলে আরো কত গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করবে তার ইয়ত্তা নেই। এবার তিনি বাহিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বল বাবা তোমরা কি জন্য এসেছ? তারা জবাব দিল আমাদের বাবা ইন্তিকাল করার পূর্বে আমাদেরকে তার ধন-সম্পদ বন্টন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ এ নিয়ে পরে আবার গন্ডগোল হতে পারে এবং ধন-মান নষ্ট হতে পারে। তিনি শেষে আরো বললেন যে, এর পরও যদি ভাগ-বাটোয়ারা করার সময় মতানৈক্য হয়, তাহলে অমুক বাদশাহর (আপনার) নিকট থেকে সমাধান করে নিও। তাই আমাদের মতানৈক্য হওয়ায় আপনার নিকট ফয়সালার জন্য এসেছি। আপনি আমাদের এ ব্যাপারে ফয়সালা করে দিন। বাদশাহ বললেন, বল কিভাবে তোমার আব্বা সম্পদ বন্টন করে দিয়ে গিয়েছেন? তারা উত্তরে জানাল, লাল মালগুলো বড় ভাইয়ের, সাদাগুলো মেজ ভাইয়ের, কালগুলো সেজ ভাইয়ের, মেটে বর্ণেরগুলো ছোট জনের। বাদশাহ্ বললেন, তোমাদের এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অথচ এই সাধারণ ভাগটুকুই করতে পারোনি। তার পর তিনি মাল ভাগ করে দিয়ে তাদের বিদায় করে দিলেন এবং তারাও ভাগ বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় হয়ে গেল।

প্রশ্ন হলঃ

(১) উটের বাম চক্ষুটি কানা তা বড় ভাই কেমন করে জানলো?

(২) পিছন দিকে ডান পা খানা খোঁড়া তা মেজ ভাই কেমন করে বুঝল?

(৩) উটটি যে খুঁটি থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিল এবং রাখাল পিছনে ধাওয়া করেছিল, তা মেজ ভাই কিভাবে বলল?

(৪) উটটি যে 'বাড়িয়ে' (লেজ কাটা) ছিল, তা ছোট ভাই কিভাবে বুঝল?

(৫) খেতে বসে রাধূনী মাসিকের অবস্থায় ছিল তা বড় ভাই কেমন করে জানল?

(৬) ছাগলটি কুকুরের দুধ পান করে পালিত হয়েছিল তা বুঝল কি করে?

(৭) মদটি যে কবরের উপরের গাছের ফল দ্বারা তৈরী তা বুঝতে পারল কেমন করে?

(৮) বাদশাহ যে জারজ সন্তান এটাই বা কিভাবে বলা সম্ভব হল? এবং শেষে মালামাল ভাগ বন্টনের ব্যাপারে তাদেরকে র্ভৎসনা দিয়ে অতি সহজেই তা বন্টন করে দিলেন এবং তারাও খুশী হয়ে চলে গেল, তা কাকে কোন কোন মালগুলি দেওয়া হল?

২। একজন লোক বাহির থেকে এসে দেখল যে, তার স্ত্রী মই দিয়ে ঘরের চালে উঠছে। স্বামী নিষেধ করলে স্ত্রী তা অগ্রাহ্য করে উঠতে চায়। স্বামী রেগে বলল, তুমি মই বেয়ে না নীচে নামতে পারবে, না উপরে যেতে পারবে, না ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। এর কোন একটি করলে তোমাকে তিন তালাক। এখন কেমন করে সে তালাক থেকে বাঁচতে পারে?

৩। এক ব্যক্তি (বাড়ীর) বাহির থেকে এসে স্ত্রীর নিকট পানি পান করতে চাইল। স্ত্রী বলল, পানি নেই। স্বামী কলস দেখিয়ে বলল, ঐতো পানি! স্ত্রী বলল, ওটা দেওয়া যাবে না। স্বামী রেগে বলল, দেখ ঐ পানি তুমি নিজে পান করতে পারবেনা, কলসে রাখতে ও পারবেনা এবং ফেলে দিতেও পারবে না। যদি এই তিনটি কাজের মধ্যে কোন একটি কর, তবে তোমাকে তালাক। স্ত্রীকে তালাক থেকে বাঁচাতে কি করতে হবে? — (আগামী সংখ্যায় উত্তর দেখুন)।

বিঃ দ্রঃ যারা উপরোক্ত প্রশ্ন গুলোর সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হবেন, পরবর্তী সংখ্যায় তাদের নাম ছাপা হবে।

টিকা

শিক্ষাঙ্গন

– ইমামুদ্দীন

(প্রথম দৃশ্য)

ছাত্রঃ স্যার আমাদের বাংলা সাবজেক্ট পড়া হচ্ছেনা, আমরা বাংলা শিক্ষক চাই।

হেডমাষ্টারঃ অল্প দিনের মধ্যেই আমরা শিক্ষক নিব।

ছাত্ররাঃ (দ্বিতীয় দিন) কি খবর স্যার?

হেডমাষ্টারঃ তোমরা খুব ব্যস্ত হইওনা, আগামী কাল বাংলা শিক্ষক নিয়োগ হবে।

(২য় দৃশ্য)

পলাশ (পিওন)ঃ-কয়জন প্রার্থী হয়েছে স্যার?

হেডমাষ্টারঃ তিনজন। পলাশ! একে একে তাদেরকে ডাকো,তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

পলাশঃ- সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান।

প্রার্থীঃ ইয়েস স্যার।

হেডমাষ্টারঃ আপনার নাম কি?

প্রার্থীঃ শেখ হাবিবুর রহমান কালাম বাবলু মশায়।

হেডমাষ্টারঃ বেশ নামতো দেখছি। আপনার যোগ্যতা কি?

প্রার্থীঃ- এম,এ, পাশ।

হেডমাষ্টারঃ আচ্ছা বলুনতো ইসলাম শব্দটি কোন ভাষার।

প্রার্থীঃ- বিরক্ত করবেন না স্যার, এই নেন ৮০ হাজার, আরো লাগলে বলবেন, তবে আমাদের দিকে নজর রাখবেন স্যার।

হেডমাষ্টারঃ পলাশ অন্য এক জন।

পলাশঃ- সিরিয়াল নম্বর টু।

প্রার্থীঃ- ইয়েস স্যার।

হেডমাষ্টারঃ আপনার নাম ও আপনার যোগ্যতা কি?

প্রার্থীঃ আমার নাম আগে খাঁন, পিছে খাঁন, খান মোহাম্মাদ সামশুর রহমান। আমার যোগ্যতা এম,এস,সি পাশ।

হেডমাষ্টারঃ তাহলে বলুন তো ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামিক ষ্টাডিজের মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রার্থীঃ এটা আমার সিলেবাসে ছিলনা স্যার।

হেডমাষ্টারঃ পলাশ অন্য এক জন।

পলাশঃ সিরিয়াল নাম্বার থ্রি।

হেডমাষ্টারঃ (এমন সময় টেলিফোন এলো) পলাশ দেখতো কার টেলিফোন।

পালাশঃ আপনার বন্ধু কামাল।

কামালঃ হ্যালো, হ্যালো, বন্ধু এখন তোমার কাছে যে ব্যক্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে সে হল আমার ভাগনে, তারা চাকুরীর একটু ব্যবস্থা করবে কেমন?

হেডমাষ্টারঃ ঠিক আছে তাই হবে রাখি?

প্রার্থীঃ ইয়েস স্যার।

হেডমাষ্টারঃ আপনার নাম কি?

প্রার্থী:হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যাবলার যামাল (সে সময় তার মুখ হতে পানের পিক টেবিলে পড়ে গেল, পলাশ সে গুলি পরিস্কার করল)।

হেডমাষ্টারঃ আপনার যোগ্যতা কি?

প্রাথীঃ আমি 'বিয়ে' পাশ করেছি স্যার।

হেডমাষ্টারঃ আপনার যোগ্যতা বিয়ে পাশ?

প্রার্থীঃ হ্যাঁ স্যার। বিয়ে করে তিনটি ছেলে হয়ে গেছে।

[বন্ধুর কথা মতো তাকেই শিক্ষক নিয়োগ করা হল]

(৩য় দৃশ্য)

শিক্ষকঃ (ক্লাশে গিয়ে) ছাত্ররা তোমরা পড় 'কপাল

ভিজিয়া গেল চোখের জলে'। (ছাত্ররা কিছুক্ষণ পড়ল)।

ছাত্র একজনঃ স্যার কপাল হল উপরে আর চোখ হল নিচে কিভাবে চোখের জলে কপল ভিজবে?

শিক্ষকঃ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন অতঃপর বললেন, 'শালারা' মামু, খালু সবাইকে চাকুরি দিয়েছে। আর বই লিখেছে ভুল করে। ওটা ভুল আছে, ওখানে কাটিয়ে দিয়ে লেখ একটা মানুষ উল্টা করে বাঁধা ছিল গাছের ডালে। তাই কপল ভিজিয়া গেল চোখের জলে এবং এটাই পড়। (ছাত্ররা কিছুক্ষণ পড়ল)।

ছাত্র অন্য একজনঃ স্যার মানুষটাকে যদি উল্টাকরে গাছের ডালে বাঁধা হয় তাহলে সে মরে যাবে। না হয় সে উলঙ্গ হয়ে যাবে। মানুষ তাকে দেখে হাসবে।

শিক্ষকঃ আবারও চিন্তা ভাবনা করে বলল, 'শালারা' মামু, খালু, সবাইকে চাকুরিতে নিয়েছে। আর বই লিখেছে ভুল করে। ওটা কাটিয়ে দাও, দিয়ে অন্য ভাবে লিখ?

ছাত্ররাঃ- কি লিখব স্যার।

শিক্ষকঃ- একটি মানুষ নেংটি মেরে(লুঙ্গি পেচিয়ে) উল্টা করে বাঁধা ছিল গাছের ডালে। তাই কপল ভিজিয়া গেল চোখের জলে। পড়!

ছাত্ররাঃ একটি মানুষ নেংটি মেরে (লুঙ্গি পেচিয়ে) বাঁধা ছিল গাছের ডালে তাই কপল ভিজিয়া গেল চোখের জলে। (ছাত্ররা পড়তে শুরু করল। শিক্ষক বাহির হয়ে গেলেন)।

(৪র্থ দৃশ্য)

(হেডমাষ্টারের আগমন)

হেডমাষ্টারঃ তোমরা কি পড়ছ?

ছাত্ররাঃ- আমরা পড়ছি একটি মানুষ উল্টা করে বাঁধা ছিল গাছের ডালে তই কপল ভিজিয়া গেল চোখের জলে।

হেডমাষ্টারঃ- য়্যাঁ! তোমরা কি পড়ছ? এটা কি তোমাদের সিলেবাসে আছে?

ছাত্ররাঃ- স্যার আগে ছিল, কপল ভিজিয়া গেল চোখের জলে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করেছিলাম নতুন স্যারকে। কপাল উপরে আর চোখ নিচে, কি ভাবে, ভিজবে স্যার? তখন নতুন স্যার কাটিয়ে ঠিক করে দিলেন।

হেডমাষ্টারঃ আরে! আগেরটাইতো ঠিক ছিল।

ছাত্ররাঃ কিভাবে স্যার?

হেডমাষ্টারঃ এখানে কপল মানে তো কপাল নয় বরং 'কপল' মানে 'গাল'। আর চোখের পানি গালের উপর দিয়ে বয়ে পড়বে।

ছাত্ররাঃ স্যার তাহলে তো পূর্বেরটাই ঠিক ছিল।

হেডমাষ্টারঃ হ্যাঁ! ঠিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা সমাজে নকল করে ডিগ্রী লাভ এবং ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেওয়ার কারনেই আজ এই অবস্থা।

লেখকের দু'টি কথা ঃ দেখুন বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে কি অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্ররা লেখা পড়া না করে পরীক্ষায় নকল করে পাশ করছে। ফলে তারা কোন যোগ্যতা অর্জন করতে পারছেনা। আর ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিয়ে ছাত্রদেরকে ঠিক ভাবে পড়াতে পারছেনা। বরং ভুল শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু ইংরেজী প্রবাদ বাক্যে রয়েছে—

Education is the back bone of a nation and student life is the propertime to receive education.

সুতরাং আমাদের উচিৎ হবে নকল করে পরীক্ষায় পাশ করার চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ভাল ভাবে লেখা পড়া করা। আমীন॥

কবিতা

আত-তাহরীক

-আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা

প্রতি মাসের মাঝে আমায়
তাহরীক দিবে ভাই
যেন আমি তার থেকে
দীনি শিক্ষা পাই।
প্রথমে আছে দরসে কুরআন
পরে হাদীছের বাণী
বাতিল পথ ছেড়ে দিয়ে
সেই কথাগুলো মানি।
ভিতরে তাতে জ্ঞানের কথা
শূন্য কিছুই নাই
গল্প কবিতা প্রবন্ধ ছাড়া
দেশ- বিদেশী কথাও পাই।
তাহরীক এলো শিশুর জন্য
সোনামণিদের পাতা নিয়ে
তাইতো তারা আনন্দে মেতে উঠে
ধাঁধাঁ-কুইজ পেয়ে।
তাহরীক এলো সত্য কথা
নিয়ে সত্য বাণী
কিনে নিয়ে পড়লে সবার
দূর করবে গ্লানী।
দিবালোকের মত সমুজ্জ্বল
ভেজাল তাতে নেই।
দলে দলে ছুটে মোরা
তার প্রানে যাই।
সবশেষে আল্লাহ্র নিকটে
দো'আ আমি করি,
আল্লাহ যেন তাহরীককে
করেন চিরস্থায়ী।

বিপ্লবী বীর

-মুহাম্মাদ মোস্তাফীযুর রহমান (বাবলু)

ঐ দেখ গর্জে উঠেছে বিপ্লবী বীর,
দূর্বার-ঝংকার, হাতে তলোয়ার তীর।
ওরা নয় সন্ত্রাস
ওরা শিরক ও বিদ'আতের ত্রাস
কণ্ঠে ওদের আলীর হুংকার,
ইসলামের সেনা ওরা ইসলামের পায়কার।
ওরা মহৎ
করেছে শপথ
করিবে সারা জনম দীনের জয়গান
মিটিবে মনের আশ বিলাসে জীবন।
ওরা নয় পাপী ওরা নয় সন্ত্রাস।

মসি

-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল ওয়াদুদ

আলো মাঝ থেকে মহা অবনীতে তমসা করিতে দূর
হারজন মাঝে ফুটায়ে দীপ্তি ঘুচাতে অঘের সুর।
নাহি অধিকার ভাইয়ের অস্ত্রে কেমনে ধরিব অসি
হুতাশন তাই মিশায়ে কালিতে ধরেছি হস্তে মসি।
যত আছে পাপ যত অভিশাপ মসিতে সতত ফুটে
কখনোও ফের কোত্থেকে যেন পূন্য আসিয়া জোটে।
মুসলিম মাঝে যত অনাচার লিখিয়া চলেছি সব
জানিনা কিরূপ মোর এ জিহাদে সফল করিবে রব।
বঙ্গের মাঝে আরো কত জনা ধরেছে হস্তে মসি
কিন্তু হায়রে সেথা থেকে যেন সদাচার পড়ে খসি।
জ্ঞান দিয়ে তারা পৃথ্বীর পিছনে লাগিয়া পড়িয়া হায়
জ্ঞান দিল যেবা তাহার মহিমা স্মরিতে পারেনা তায়।
মানুষের এই গর্হিত কাজ নহেরে উচিৎ কভু
অঘের কর্মে ঝেঁপে পড়ে সবে; জানিয়া শুনিয়া তবু।
পাতক ছাড়িয়া অসি-মসি রণে ঝেঁপে পড় ওহে সবে
এই রাহে সদা মঙ্গল আছে চাস্না কি তারে তবে।
বাতিলের তরে নিয়ে আজি অসি মুসলিম তরে মসি
স্রষ্টার রাহে জিহাদে মন দে ঘরের কোণেও বসি।

মহিলাদের পাতা

মুসলিম রমনী

মূলঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ সেলিম

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

১. ধর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের অবদান ঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ

প্রাথমিক যুগে সাধারণ শিক্ষার আন্দোলনঃ

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে কোন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা ছিলনা। আরবে শিক্ষার প্রচলন নবী করীম (ছাঃ) হতেই শুরু। প্রথম অহী তাঁর উপর যখন অবতীর্ণ হয় সে অহীতে পড়ার কথাই উল্লেখ ছিল। এবং দ্বিতীয় অহীতে কলম ও লেখার কথা উল্লেখ আছে।

সুতরাং লেখাপড়া ইসলামী সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। নবী করীম (ছাঃ) পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি ক্রীতদাস ও দাসীদের শিক্ষার জন্য তাদের মালিকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের দাস ও দাসীদেরকে বিদ্যার অলংকারে ভূষিত করে।

সাধারণ শিক্ষার আন্দোলন ও তৎপরতা এমন ছিল যে, তিনি (ছাঃ) সমস্ত আরব ভুখন্ডকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পাঠ ও পঠনের প্রক্রিয়া চালু করেন। এই আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে অক্ষর জ্ঞান দান করে সুশিক্ষিত করে তোলেন। বর্তমান সংস্কৃতির যুগে বড় বড় আরব রাষ্ট্রগুলি সুন্দর উপকরণ ও মাধ্যম দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে সাধারণ শিক্ষার প্রচেষ্টা বহাল রেখেছে। এ সত্ত্বেও তাদের সুষ্ঠু সফলতা লাভ সম্ভব হয়নি। কারণ মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী মদীনার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সভ্য দেশগুলির তুলনায় অতি নগণ্য বলে প্রতিয়মান হয়।

বিশ্বে ইসলামের দ্রুত বিজয় ও সম্প্রসারণের কারণে ঐতিহাসিকগণ আশ্চর্য ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। ইসলামের সাধারণ শিক্ষা ও আন্দোলনের দ্রুতগতির উপরেও তাঁদের ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করা উচিৎ।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশঃ

নারী শিক্ষার ক্রমোন্নতির জন্য হুযুরে আকরাম (ছাঃ) এর বিশেষ বাণী- 'বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য ফরয।'

সূরা নূরের প্রথম আয়াতগুলি ও আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন- "তুমি নিজেও এগুলি মুখস্ত কর এবং মেয়েদেরকেও শিক্ষা দাও। অতঃপর তুমি নিজ গৃহে ফিরে যাও, নিজ পরিবারবর্গের সাথে থাকো, এদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দাও ও দ্বীনের নির্দেশাবলীর উপর কর্ম করতে শিক্ষা দাও। যে ব্যক্তির কোন ক্রীতদাসী থাকে এবং সে ঐ ক্রীতদাসীকে উন্নত শিক্ষা দান করায়, উন্নত জীবনের শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে মুক্ত করে দেয় কিংবা তাকে সে নিজেই বিবাহ করে, এমন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। সভ্যতা ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যিনি প্রথমে দাসীর জ্ঞানের আলো বৃদ্ধি করাবেন এবং পরে নিজেই বিয়ে করে তার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, তাকে আল্লাহ তা'আলা দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন।

হুযুর (ছাঃ) তাঁর প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে একদিন মহিলাদের শিক্ষার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেন। ঐ দিন শুধু মহিলারাই আগমন করতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। নবী করীম (ছাঃ)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন মহিলাদের শিক্ষার বিশেষ যত্ন নেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে চিঠি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা

করেন। তিনি চিঠির দ্বারা আদেশ করেন যে, তোমাদের নারীদেরকে সূরায়ে নূর শিক্ষা দাও। কারণ এতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া আছে।

নারী সমাজ ও লেখনীঃ

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে লিখন ও পঠনের মধ্যে নারী ও পুরুষের কোন পার্থক্য ছিলনা এবং পার্থক্য করাও হ'তনা। মহিলারা লিখতেন ও পড়তেন। তারা বই পুস্তক ও গ্রন্থাবলি লিখতেন ও প্রকাশ করতেন। যখন ইসলামী জগতের উপর মুঘল ও তাতারীদের অভিযান ও বিজয় সূচিত হল, তখন মেয়েদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব নাশের আশংকা দেখা দেয়। সুতরাং কুদৃষ্টি ও লালসা থেকে বাঁচার জন্য নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। সে যুগের ওলামাগণ শুধু গৃহবন্দীই নয়, নারীদের শিক্ষার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। মুল্লা আলী ক্বারী ও কিছু আলেমগণ চিন্তা ভাবনা করে ৯১০ হিজরীতে ফতোয়া দেন যে, মেয়েদের লেখাপড়া শিখানো প্রথম যুগে বৈধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের চরিত্রে ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে সে কারণে এখন লেখাপড়া শিখানো বৈধ নয়। এই ফতোয়া তখনকার পরিবার ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ওলামা এর উপর কঠোরতা আরোপ করেন। এই আলেমগন ফতোয়ার ধারা অনুযায়ী একটি হাদীছের সাহায্য নেন, " নারীদের লিখতে শিখায়ো না"।

গত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের লেখাপড়া শিখানোর প্রশ্নে কঠিন বাধার সৃষ্টি হয়। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী ফিরিঙ্গী মহল্লী ১৮৮৬ ইংরেজী সালে এ বিষয়ে বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি গবেষণামূলক ফতোয়া প্রকাশ করে বলেন যে, বায়হাকীর বর্ণিত হাদীছ সঠিক নয়। বরং নির্ভরযোগ্য হাদীছের দলিলে একথা প্রমাণিত যে, হুযুর (ছাঃ) একজন ছাহাবিয়াকে বলেন, "তুমি হাফ্ছাকে এমন ভাবে লিখতে শিখাও, যেমন তুমি তাকে নামলাতে আটকানো শিখিয়েছ'। এই হাদীছ খুবই স্পষ্ট।

আজ অবধি প্রত্যেক শতাব্দীতেই প্রসিদ্ধ মহিলা লেখিকার নাম পাওয়া যায়। যদি কোন বৈধ কাজে কোন ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্য সফল করতে চায়,তবে তার উদ্দেশ্য সাধন অবৈধ হবে। নতুবা বৈধ কাজ শেষ পর্যন্ত ফতোয়ার বিরুদ্ধে যাবে। অবশেষে মাওলানা আব্দুল হাইয়ের ফতোয়া সকলেই মেনে নেন।

জ্ঞান প্রসার ও ছাহাবীয়াগণঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ)

নবী করীম (ছাঃ)-এর সকল পূত পবিত্র বিবিগণ নবুওয়তের প্রদীপ আলোতে জ্ঞানের ফয়েজ লাভ করেন। অতঃপর সকল বিবিগণই জ্ঞান আহরণে ও দ্বীনের প্রকাশনায় ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেক বিবির দ্বারাই কম বেশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছগুলি সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়। সকলেই অল্প বিস্তর এ কাজে সাহায্য করেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) অবদান অতি উচ্চে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ধর্মীয় জ্ঞানে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কাল পর্যন্ত মাসআলা মাসায়েল ও হাদীছ বর্ণনা করে গেছেন এবং ফতোয়া দিয়ে গেছেন। স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) বিভিন্ন কাজে মা আয়েশার (রাঃ) মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। বিশেষ কোন জটিল বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে সমাধান চাইতেন এই বলে যে, হুযুর (ছাঃ)-এর এ বিষয়ে কোন হাদীছ আপনার নিকট আছে কি না? সাধারনতঃ ছাহাবাগণ কুরআন, হাদীছ ও ফিকহ বিষয়ের সমস্যাতে তাঁর নিকটেই সমাধান চাইতেন। তিনি আবরণের মাঝে ও পর্দার আড়াল হতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। দ্বীনের খেদমত কল্পে তিনি শিশু কিশোরদের শিক্ষাদান করতেন। এই জ্ঞান শিক্ষাদান কাজে বিশেষভাবে তিনি তাঁর ভাতিজা কাশেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বাক্'র ও তাঁর

ভাগিনেয় উরওয়াহ বিনুল জুবায়েরের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। উরওয়াহ হযরত আবুবকরের কন্যা হযরত আস্‌মার পুত্র ছিলেন।

ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা ছাড়াও আরবী কাব্যালোচনা, বংশ, জাত পরিচয় ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। এ সকল বিদ্যা তিনি তাঁর পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট হতে লাভ করেন।

মাত্র ৯ বৎসর বয়সে রাসূল (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং ১৮ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন অতঃপর ৫৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ):

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বয়স্কা মহিলা ছিলেন। হিজরী দ্বিতীয় সালে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইসলামী শিক্ষায় তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তিনি তার গৃহকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের কুরআন, ক্বেরাত, তাফসীর ও হাদীছ সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে থাকেন। তাঁর শিক্ষাদান থেকে শিক্ষা শেষে অনেকে উচ্চশিক্ষিত আলেম হয়েছেন। ক্বেরাত-কণ্ঠশিল্পে মদীনাবাসীদের ইমাম হযরত শোবাইয়া বিন নাছাহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরত উম্মে সালমার ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর শিক্ষা প্রশিক্ষনের সকল দায়িত্ব উম্মে সালমাই গ্রহণ করেন।

মদীনাবাসী পরবর্তীতে তাঁর দ্বারাই ক্বেরাত, কণ্ঠশিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মদীনার প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় ক্বারী নাফে'মাওলা ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনিও হযরত উম্মে সালমার নিকট থেকেই ক্বেরাত শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবেই মদীনাবাসীরা পরবর্তীতে আধুনিক ক্বেরাত শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করেন হযরত উম্মে সালমার ক্বেরাত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে। তাঁর গৃহে একজন ক্রীতদাসী ছিল তার নাম 'খায়রাহ'। এই খায়রাহ একজন উচ্চ শিক্ষিত মহিলারূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তাঁর গৃহে ওয়াজ মাহফিলে সকল মহিলাকে সমবেত করে তাদের মাঝে ওয়াজ নছিহত করতেন। তিনি সে যুগের প্রসিদ্ধ মহিলা বক্তা ছিলেন। এ কথা বিশেষ ভাবে স্বরণযোগ্য যে, বিশ্বখ্যাত, অতি সম্মানীয় সাধক ও তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী তাঁরই সন্তান।

হযরত হাফছাহ (রাঃ)ঃ

হযরত হাফছাহ (রাঃ) খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) -এর কন্যা ছিলেন। তিনি বিধবা হওয়ার পর তৃতীয় হিজরীতে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি অতিশয় নামাজী ও তাপসী মহিলা ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রাখতেন ও রাতে উঠে নামাজ পড়তেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন কুরআন মজীদের প্রথম সংকলন বের করেন, তখন পবিত্র কুরআনে গচ্ছিত অংশগুলি তাঁরই নিকট আমানত ছিল। তাঁর নিকটাত্মীয়গণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি ৪৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মায়মুনা (রাঃ)ঃ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ও একজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন। যখন তিনি নবী করিম (ছাঃ) এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তিনি শিক্ষা ও দীক্ষায় বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিনী ছিলেন। তাঁর এক ক্রীতদাস ছিল। নাম ইসার। ইসারের চার পুত্র ছিল। আতা বিন ইসার, সুলায়মান বিন ইসার, মুসলিম বিন ইসার ও আব্দুল মালেক বিন ইসার। হযরত মায়মুনার কঠোর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দীক্ষায় এই দাস সন্তানেরা খুব আলেম হয়েছিল। এই চারজনই মদীনার ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মায়মুনা (রাঃ) ৩৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। নবী করীম (ছাঃ)-এর অপর স্ত্রীগণও জ্ঞান প্রসারে মগ্ন থাকতেন। তাঁর পত্নীগণ ব্যতীত অন্যান্য ছাহাবীয়াগণও জ্ঞান প্রসারে মশগুল থাকতেন।

জয়নাব বিনতে উম্মে সালমা ঃ

জয়নাব, উম্মুল মো'মেনীন হযরত উম্মে সালমার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কন্যা ছিলেন। তাঁর লেখা পড়া ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব তাঁর মা উম্মে সালমাই গ্রহণ করেন। এই জয়নাবও মদীনার একজন

Contents

প্রসিদ্ধ মহিলা ফকীহ্ ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু রাফে বলেন, জয়নাব বিনতে উম্মে সালমা সে যুগে মদীনার শ্রেষ্ঠ মহিলা ফকীহরূপে গন্য হ'তেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম জয়নুল আবেদীন তাঁর নিকট হ'তে হাদীছ সংগ্রহ করে বর্ণনা করতেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

উম্মে দারদা (রাঃ)ঃ

এই মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু দারদা (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা, তাপসী ও আবেদা এবং জ্ঞানী ও পন্ডিত মহিলা ছিলেন। অনেক ছাহাবী তাঁর নিকট হ'তে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর স্বামীর মাদরাসায় শিশু ও তরুণদের লেখার নিয়ম শিক্ষা দিতেন। কারণ তিনি ভাল লিখতে জানতেন।

ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ)ঃ

এই মহিলা ইসলামের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হন। তিনি মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা চলে আসেন। তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানে একজন সিদ্ধি প্রাপ্ত মহিলা ছিলেন। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার আন্দালুসী তাঁর সম্পর্কে বলেন- তিনি কমনীয় আকর্ষনীয় সুন্দরী মহিলা ছিলেন, সেই সঙ্গে জ্ঞানে ও গুনে অতুলনীয় ছিলেন। হযরত ওমরের (রাঃ) শাহাদতের পর নুতন খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মজলিসে শূরার অধিবেশন তাঁর গৃহেই বসে। এমন সৌভাগ্য আর কোন মহিলার হয়নি।

উমরা বিনতে আব্দুর রহমান আনসারী (রাঃ) ঃ

মহিলা তাবেয়ীদের তালিকায় উচ্চ জ্ঞানের বিকাশ বিষয়ে উমরার (রাঃ) স্থান অতি উচ্চে। তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞান, বিদ্যা ও বর্ণনা ভঙ্গী অবিকল হযরত আয়েশার (রাঃ) মুখস্ত অনুকরণ ছিল। খলীফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (৯৯-১০২ হিঃ) যখন হাদীছ সংগ্রহ ও একত্রিত করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন মদীনার কর্মীদের বিশেষভাবে আদেশ দেন তারা অবশ্যই যেন উমরা বিনতে আব্দুর রহমানের হাদীছের বয়ান সংগ্রহ করে। কারণ হাদীছগুলি সম্পূর্ণ হযরত আয়েশার বর্ণনা ছিল। এই মহিলা ১০২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

বানী হাশেম গোত্রে হযরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফজল ও হযরত আলীর বোন উম্মে হানী (রাঃ) জ্ঞান সাধনায় বিশেষ অবদান রাখেন। এ ছাড়াও অন্যান্য মহিলা তাবেয়ীগন ও জ্ঞান চর্চায় নিয়জিত থাকতেন।

প্রথম যুগের পর নারীদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের স্পৃহা সাধারনতঃ বহুগুনে বেড়ে যায়। জ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিভাগে মেয়েরা সম্মান জনক উচ্চস্থান লাভ করে। এ কারণে প্রত্যেক বিভাগে মহিলাদের স্থান উল্লেখ করা হচ্ছে, যাঁরা তাদের আপন আপন বিভাগে খ্যাতি অর্জন করেন। (চলবে)

শুভেচ্ছা ক্লিনিক
ফোনঃ ৭৩৪৮৪
পার্শ্বে

সোনামণিদের পাতা

* গত (আক্টোবর/ ৯৭) সংখ্যায় প্রদত্ত ৫টি ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরঃ-

(১) মেয়েদের স্কুলে।

(২) কিলোগ্রামে

(৩) রানী বাজারে।

(৪) চট্রগ্রামে।

(৫) সন্দেশে।

*** যে সমস্ত সুপ্রিয় 'সোনামণি' গত সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছ ঃ**

০ **রাজশাহীর হাতেমখাঁ থেকেঃ** মুস্তাফিজুর রহমান, মোঃ অলিউর রহমান,মোঃ ফয়সাল উদ্দিন শেখ , আসাদুজ্জামান,মোঃ জাহিদ হাসান,মোঃ রুবেল, মোসাঃ তামান্না ইয়াসমীন, তাসনিমা ইয়াসমীন,শিলা খাতুন,মোসাঃ জয়নব, ইসরাত জাহান, বিলকিস খাতুন,মীর আলম।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া থেকেঃ আব্দুল হামীদ,মোঃ জিয়াউল ইসলাম, রায়হানা পারভীন।

ধুরইল থেকেঃ মোঃ ইয়াহিয়া সরকার, মোছাঃ কামরুন নাহার,মোছাঃ তাজকিরাতুন নেছা,মোসাঃ ফেরদৌসি খাতুন, মোঃ সাদেকুল ইসলাম ও ইয়াসীন আলী।

ভালুক গাছি থেকেঃ মোছাঃ মুত্তাহিরা খাতুন ,মোঃ হাসিবুল্লাহ ।

০ **মাগুরা থেকেঃ** মোঃ নাজমুল কবীর

০ **কুমিল্লা থেকেঃ** সাগর

০ **নাটোর থেকেঃ** মিস ছালমা পারভীন, মোঃ আহমাদুল্লাহ, মোঃ জামাল উদ্দীন।

০ **সাতক্ষীরা থেকেঃ** আব্দুর রহীম ও আব্দুল্লাহ আল মামুন।

০ **নওগাঁ থেকেঃ** তৌফিকুল ইসলাম।

০ **জয়পুর হাট থেকেঃ** ওমর ফারূক।

*** গত (অক্টোবর/ ৯৭) সংখ্যার মেধাপরীক্ষার সঠিক উত্তর ঃ**

(১) Bangladesh, India, America saudi-Arab -এর মধ্যে ইংরেজী অক্ষর -E.

(২) Past, Present, Future -এর মধ্যে ইংরাজী অক্ষর -E

(৩) Winter, Summer, spring, Autumn-এর মধ্যে ইংরাজী অক্ষর -m

(4) Year, Month, Week, day -এর মধ্যে ইংরেজী অক্ষর -E

(৫) Table, cot, Chair, Bench -এর মধ্যে ইংরেজী অক্ষর -A

গত সংখ্যার মেধাপরীক্ষায় যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ ঃ

০ **রাজশাহী থেকেঃ** জাহীদ হাসান, জিয়াউল ইসলাম, আব্দুল হামিদ, ইয়াসিন আলী, হাসিবুল্লাহ, রায়হানা পারভীন, মোত্তাহিরা খাতুন।

০ **মাগুরা থেকেঃ** নাজমুল কবীর।

০ **নাটোর থেকেঃ** আহমাদুল্লাহ, মিসঃ ছালমা পারভীন ও মোঃ জামালুদ্দীন।

০ **নওগাঁ থেকেঃ** তৌফিকুল ইসলাম।

এ সংখার সাধারন জ্ঞান ঃ

১। কোন নবীর মা ও আব্বা ছিল না?

২। কোন নামাজে রুকু-সিজদাহ নেই?

৩। কোন নামাজে প্রতি রাকা'আতে বসতে হয়?

৪। কোন নামাজে আযান এক্বামত নেই?

৫। আমাদের নবী (ছাঃ) -এর কোন স্ত্রীর জানাজার নামাজ হয়নি?

এ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)ঃ

১। এমন তিনটি সংখ্যা বের কর যাদের যোগফল ও গুনফল সমান?

২। বাংলাদেশ ও ভারতের সময়ের পার্থক্য একদিনে আধা ঘন্টা, ৩৬৫ দিন পরে কত পার্থক্য হবে?

৩। একজন হাফেজ সাহেব একটি কুরআন খতম করেন ৭ দিনে, ঐরূপ ১৩ জন হাফেজ সাহেব তেরটি কুরআন খতম করতে কত দিন লাগবে?

৪। (এমন) একটি সংখ্যাকে তার সমান বৃদ্ধি করলে ৭ এর স্থলে ১৭ হয়। সংখ্যাটি কত?

৫। 'আত-তাহরীক' পত্রিকার ৫ গুনের ৪ গুন যদি ১৬০ পৃষ্ঠা হয়, তবে অক্টোবর/৯৭ মাসের পত্রিকাটি কত পৃষ্ঠার দিল ?

ছড়া

সোনামণি

মুহাম্মাদ নাহিদ হাসান
৫ম শ্রেণী

জীবনটাকে গড়তে হবে
তাহরীক পড়তে হবে
সোনামনি করতে হবে
ধাঁধাঁর আনন্দ পেতে হবে।
সুনন্দর চরিত্র গড়ব
সবার আদর্শ হব।
আল্লাহর কাছে কামনা
পুরা কর বাসনা।

ইচ্ছাকরে

বাবুল আখতার(তৃতীয় শ্রেণী)

আমার বড়ই ইচ্ছা করে
খেলাপড়া শিখতে
জীবন টাকে আল্লাহ এবং
তার রাসূলের পথে গড়তে।
আমার বড়ই ইচ্ছা করে
কুরআন হাদীছ জানতে
মানুষকে পাপ কাজ থেকে
সঠিক পথে আনতে।
পৃথিবীতে অনেক মানুষ
লিপ্ত খারাপ কাজে
আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিব
গিয়ে তাদের মাঝে।

সত্যের পথ

মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম (৫ম শ্রেণী)

এসো ভাই মাদরাসাতে
দ্বীনি ইলম শিখতে,
দ্বীন ইলম শিক্ষা করে
নবীর আদর্শে গড়তে।
স্রষ্টা বলেন মানব সকল
ঐ-সে পথই ধরো,
পূণ্যের রাহে জীবনগড়ে
মু'মিন হয়ে মরো।
নবী ছিলেন শ্রেষ্ট মানব
মানব কুলের সেরা,
নিজ ইচ্ছায় বলেনি কিছু
স্রষ্টার ওহী ছাড়া।
স্রষ্টার ওহী সত্য ওহী
স-ব মানুষের তরে,
পেশ করেছেন দ্বীনের নবী
আমাদেরই মাঝে।
মানবো মোরা নবীর কথা
গড়বো মোদের দ্বীন,
সত্য পথের উপর মোরা
থাকবো চিরদিন।

ছোট্রমনি

এম, এ, মুমিন ইকবাল (৫ম শ্রেণী)

ছোট্রমনি ছোট্রমনি
আমার কথা শুন।
কুরআন হাদীছ শিক্ষা করলে
হবে তোমায় ভাল।
জানতে পারবে সঠিক পথ
কুরআন হাদীছ পড়ে
যেতে পারবে জান্নাত পানে
সঠিক আমল করে।

http://islaminonesite.wordpress.com

দেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশে মানুষে-মানুষে ও অঞ্চলে-অঞ্চলে বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাংকের অবদান কম নয়

-বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর জনাব লুৎফর রহমান সরকার বলেছেন, দেশে মানুষে-মানুষে ও অঞ্চলে-অঞ্চলে যে বৈষম্য চলছে সেই বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাংকের অবদান কম নয়। তিনি বলেছেন, দেশের ব্যাংকিং খাতে যে আমানত রয়েছে তার ৭৩% ভাগ হচ্ছে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের এবং এরাই ব্যাংকে টাকা ফেলে রেখেছেন। এদের টাকা যে আমরা ঋণ হিসেবে দিচ্ছি তা দেশের প্রকৃত কল্যাণে কতটুকু আসছে তা ভেবে দেখতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, দেশে উচ্চবিত্তের সংখ্যা শতকারা ৫ ভাগ, মধ্যবিত্তের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ এবং নিম্নবিত্তের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। ব্যাংকগুলো শতকরা ৫ ভাগের ঘরে অবস্থানকারী উচ্চবিত্তদেরকেই পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ফলে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলেই দেশে বিরাজমান সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে। তিনি বলেছেন, মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে বিপুল পরিমাণ টাকা চলে যাওয়ায় তারা যেভাবে চাচ্ছে দেশের অর্থনীতিও সেভাবে চলছে।

জনাব লুৎফর রহমান সরকার গত ১৮ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে সোসাইটি ফর ডেভেলমেন্ট এন্ড কো-অপারেশনের (সোডাক) উদ্যোগে "বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত কেমন কাজ করছে" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছিলেন।

জনাব লুৎফর রহমান সরকার বলেন, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং খাত তিনটি রোগে ভুগছে- (১) অব্যবস্থা (২) অদক্ষতা (৩) অপব্যয়। এই রোগসমূহ যতদিন এই খাত থেকে দূর না হবে, ততদিন এই দু'টি খাতকে দাঁড় করানো কষ্টকর হবে।

তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো বৈষম্যও সৃষ্টি করছে। দেশে বিরাজমান বৈষম্যের জন্য ব্যাংকিং খাত অনেকাংশেই দায়ী। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের কথা শুনেছি। এখন কত পরিবার? আজ অঞ্চলে-অঞ্চলে, মানুষে-মানুষে, শহরে-শহরে বৈষম্য শুরু হয়েছে। এই বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাংকিং খাতের অবদান কম নয়। ব্যাংকগুলো যে ঋণ দিচ্ছে তার শতকরা ৬০ ভাগ পাচ্ছে ঢাকা, শতকারা ২০ ভাগ পাচ্ছে চট্রগ্রাম। আর বাকী শতকরা ২০ ভাগ যাচ্ছে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে। এই বৈষ্যম্যের জন্যে ব্যাংকিং খাত দায়ী।

তিনি বলেন, মোট জাতীয় সঞ্চয়ের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের। এর মধ্যে নয় হাজার কোটি টাকা হল গ্রামীণ সঞ্চয়। এই নয় হাজার কোটি টাকা আমরা কোথায় খাটাচ্ছি? গ্রামের জন্য কাজে লাগাচ্ছি? তিনি বলেন, যারা টাকা ব্যাংকে ফেলে রেখেছে সেই ৭০% ভাগ ক্ষুদ্র আমানতকারীর টাকা যে ব্যাংকগুলো ঋণ হিসাবে বিতরণ করছে তার কতটুকু দেশের কাজে লাগছে? দেশে উচ্চবিত্ত হচ্ছে ৫%, মধ্যবিত্ত ১৫% আর নিম্নবিত্ত ৮০%। ব্যাংকগুলো ঐ উচ্চবিত্তের ৫% ব্যক্তিকেই পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ফলে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে তাতে বিরাজমান সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কিছুসংখ্যক লোকের হাতে টাকা চলে যাওয়ায় তাদের হাতে দেশের অর্থনীতি চলে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, খেলাফী ঋণের পরিমাণ এখন নয় হাজার কোটি টাকা। ১৩৭ জনের কাছে আজ ৫ হাজার কোটি টাকা। এদের শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছে সামর্থ্যবান ঋণ খেলাপী।

জনাব লুৎফর রহমান সরকার মানব সম্পদকে মূল সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করেই দেশের উন্নয়ন করতে হবে। কারণ পৃথিবীর বহুদেশ আছে যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। তারা মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়েই দেশের উন্নতি করেছে। সিঙ্গাপুর তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সঞ্চয়ের হার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। বাংলাদেশে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ১৪%। ভারতের ২৫%। সঞ্চয় না হলে বিনিয়োগ কোত্থেকে হবে। বিনিয়োগ না হলে সম্পদ কিভাবে বাড়বে?

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি বলেন, সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমেই কেবল দেশে বিরাজমান সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং এই জন্য জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন।

[সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রচলিত সূদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাতিল করুন ও গণমুখী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ইসলামের নির্দেশ মেনে চলুন। আল্লাহ বলেন, ..যেন সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত না হয়' (হাশর ৭)। অনেক অজানা তথ্য প্রকাশের জন্য মাননীয় গভর্ণরকে অসংখ্য ধন্যবাদ রইল।- সম্পাদক]

ভোমরা স্থলবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ বন্দরে পরিণত করা হবে

-তোফায়েল আহমদ

বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেছেন, দেশের আমদানী-রফতানী বাণিজ্যের গতি/বেগবান করার লক্ষ্যে ভোমরা স্থল বন্দরকে শীঘ্রই পূর্ণাংগ বন্দরে পরিণত করা হবে।

(১৮-১০-৯৭)

মন্ত্রী গতকাল ভোমরা জিরো পয়েন্টের সন্নিকটে ভোমরা বন্দর ব্যবহারকারী সমিতি আয়োজিত সর্বস্তরের জনগণের এক সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। সাতক্ষীরা শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সদর থানার ভোমরা ইউনিয়নে অবস্থিত এ স্থল বন্দরটি ১৫ মে '৯৬ হতে আমদানী-রফতানী কার্যক্রম শুরু করে। ভারতের পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগনা জেলার ঘোজাডাংগা দিয়ে সড়ক পথে মালামাল আসা -যাওয়া করে। এছাড়া এ সীমান্ত দিয়ে যাত্রীও চলাচল করে।

বেনাপোল বন্দরের ভিড় এড়ানো এবং দূরত্ব কম হওয়ার কারণে ভোমরা বন্দরের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত অর্থ বছরের (১৯৯৬-১৯৯৭) এ বন্দরে পণ্য আমদানী-রপ্তানী এবং যাত্রী চলাচলের মাধ্যমে যেখানে শুল্ক ও কর বাবদ রাজস্ব আয় হয়েছে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, সেখানে চলতি অর্থবছরের প্রথম সাড়ে তিন মাসে আয় হয়েছে ২ কোটি টাকার উপরে। এ বন্দর দিয়ে ভারত হতে প্রধানতঃ মাছ, পিঁয়াজ, চায়না ক্লে, জিপসাম ও কয়লা আমদানী এবং বাংলাদেশ হতে মাছের পোনা ও ইলিশ মাছ রপ্তানী হয়।

মন্ত্রী বলেন, এ বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এ বছরেই শুরু হবে। সাতক্ষীরার সাথে সংযোগ সড়ক সংস্কারের কাজও দ্রুত শেষ হচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যাংকিং ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এর ফলে যেন বন্দরটি আরেকটি চোরাচালানীর নিরাপদ কেন্দ্রে পরিণত না হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। নইলে রক্তচোষারা দেশের সব রক্ত চুষে নিয়ে দেশটিকে কংকালসার করে ছাড়বে।- সম্পাদক]

বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা চেরনোবিল ও ভূপাল বিপর্যয়কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে

পশ্চিম বঙ্গ সংলগ্ন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলা গুলোতে আর্সেনিক বিষক্রিয়া বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এতদঞ্চলে বিষ ক্রিয়ায় ১৭ ব্যক্তির মৃত্যুর খবর বেসরকারীভাবে পাওয়া গেছে। অপরদিকে হাজার হাজার মানুষ এই বিষ ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ভয়াবহ আর্সেনিক বিষক্রিয়া পরীক্ষার জন্য ১৬ সদস্যের একটি জাপানী বিশেষজ্ঞ দল যশোর এসেছেন। তাঁরা বেনাপোলের সামটা গ্রামসহ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করবেন। উল্লেখ্য সামটা গ্রামের শতকরা ৯১ ভাগ টিউবওয়েলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়। সামটা গ্রামের ৩৩৪ ব্যক্তির চুল, নখ ও প্রস্রাবের আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে ৯৭ জনের প্রস্রাবে, ৯৬ জনের নখে ও ৮৫ জনের চুলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক বিষক্রিয়া ধরা পড়ে। এই পর্যন্ত এই গ্রামে আর্সেনিক বিষ ক্রিয়ায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে গ্রামবাসী দাবী করেছেন। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলার মধ্যে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকার পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেছে।

ইতিমধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৫২টিতে পানির সঙ্গে আর্সেনিক ধরা পড়েছে।

['স্থলে ও জলে সর্বত্র ফাসাদ পরিব্যপ্ত হয়ে পড়েছে, যা মানুষের নিজ হাতের কর্মফল। এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কেবল তাদেরকে তাদের কর্মফলের কিছু মজা আস্বাদন করানো, যাতে তারা ফিরে আসে'(রূম ৪১)। দেশের নেতৃবৃন্দ উক্ত আয়াতটি মনে রাখলে তারা নিজেরা ও আপামর জনসাধারণ উপকৃত হবে। -সম্পাদক]

রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সিদ্ধান্ত

রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক নীতি নির্ধারণী সভায় গত ১৬ ই অক্টোবর '৯৭ তারিখে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর আনবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

আজ থেকে ৩৫ বছর পূর্বে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য পাবনা জেলার রূপপুরে ২৯০ একর জমি হুকুম দখল করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অতীতের কোন সরকার গুরুত্ব দেয়নি।

বর্তমান সময়ে ৫শ' মেগাওয়াটের নীচে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন লাভ জনক নয়। সাধারণতঃ দেড় হাজার থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে লাভ জনক বলা যায়। আণবিক এনার্জি কশিনের চেয়ারম্যান ডঃ এ কাইউম রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন লাভ জনক হবে বলে উল্লেখ করেন। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের যে সব জেলায় বিদ্যুতের অভাবে এতদিন শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়নি সে সব জেলাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের (হস্তলিখিত সংযোজন) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। ডঃ এস, এ সামাদের নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। বাস্তবায়ন কমিটি গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করলে আগামী এক বছরের মধ্যে কাজ শুরু করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

[প্রায় তিন যুগ পরে এই গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপণের সিদ্ধান্তের পিছনে আমরা সরকারের নির্ভেজাল আন্তরিকতা কামনা করি। উত্তর বঙ্গে সরকারী দলের সমর্থনহীনতা দূরীকরণের জন্য এটি যেন কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর ঘোষণায় পরিণত না হয়। নইলে পানি চুক্তির পানিহীন শান্তি চুক্তির ন্যায় এটিও বুমেরাং হয়ে ফিরে যেতে পারে।-সম্পাদক]

উত্তর জনপদে নীরব হাহাকার শুরু হয়েছে

উত্তর জনপদের গ্রামগুলোতে মানুষের হাতে কাজ নেই। বাধ্য হয়ে তারা ছুটছে শহরের দিকে। বিভাগীয় নগরী রাজশাহীতে প্রতিদিন মানুষ ভীড় করছে কাজের আশায়। বাসে-ট্রেনে চেপে ছুটে আসছে। রাজশাহীর গ্রাম ছাড়াও মানুষ আসছে সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, পাবনা সহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে। কাজের সন্ধানে আসা হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের ভীড় দেখা যায় রেল স্টেশন চত্বরে। গ্রেটার রোড ও তালায়মারী রোডে এসে থাকতে। যাদের একটু শারীরিক সামর্থ আছে তারা রিক্সা ঠেলছে। নগরীতে রিক্সাচালকের সংখ্যা মারাত্মক আকারে বেড়ে গেছে। রিক্সা মালিকরা এখন শিফট করে রিক্সা ভাড়া দিচ্ছে। উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের হাতে কোন কাজ নেই। কাজ না পেয়ে সারাদিন নগরীর এদিক ওদিক ঘুরে ট্রেনে ফিরে যাচ্ছে নগরীর আশপাশ থেকে আসা মানুষ। বাকিরা রাত কাটাচ্ছে স্টেশন টার্মিনাল সহ বিভিন্ন স্থানে।

['যে ব্যক্তি পেট ভরে খেলো ও তার প্রতিবেশী না খেয়ে রইল, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়' (বায়হাক্বী, মিশকাত)। নেতৃবৃন্দ ও যে কোন সামর্থবান মুসলিম এই একটি হাদীছ মেনে চললেই দেশটি সোনার দেশে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।-সম্পাদক]

বর্তমান সমাজ জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেছে

- ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বর্তমান সমাজ ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেননা তৎকালীন যুগের মানুষ যে সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল, বর্তমান সমাজের মানুষ এর কোন একটি থেকেও পিছিয়ে নেই। আহলেহাদীছ আন্দোলন চাপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে গত ৩১ শে অক্টোবর স্থানীয় বিডি হলে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথীর বক্তব্য দান কালে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এ কথা বলেন। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এ আন্দোলন কোন নতুন আন্দোলনের নাম নয়। এ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সুধি সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী,অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফিযুর রহমান, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

বিদেশ

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সেমিনার

ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশে তাপমাত্রা বেড়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়ার্ড কলেজ অব মেডিসিনের অধ্যাপক ডঃ তাছির হোসেন বলেছেন, গত ২০ বছরে ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মানুষের ক্রনিক ইনফেকশন জাতীয় রোগ দেখা দিয়েছে। এছাড়া রক্তচাপ, হৃদরোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০%।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের একটি হোটেলে আর্ন্তজাতিক ফারাক্কার কমিটির সেমিনারে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথ সোনিয়ন ইন্সটিটিউটের রিসার্চ এসোসিয়েটস ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভিজিটিং ফেলো পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ ডঃ তাছির আরও বলেন, পানির ধারা পুণর্বহাল হলে আগামী কয়েকবছরে উপরোক্ত রোগ উপসর্গের হার কমে আসবে। বাংলাদেশে বিশেষকরে দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ ফারাক্কার প্রভাবে শুধু ভূমির উৎপাদন জনিত নয়, রোগে শোকেও বিপজ্জনক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

সি আই এ'র বার্ষিক ব্যয় ১ লাখ ২২ হাজার ৩ শ' ৬০ কোটি টাকা

যুক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি আই এ) ৫০ বছরের গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তাদের বার্ষিক ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করেছে। গোয়েন্দা খাতে তারা বছরে ব্যয় করে ২৬.৬ বিলিয়ন ডলার (১ লাখ ২২ হাজার ৩শ' ৬০ কোটি টাকা)। এই তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে গত ৩০ বছরের একটি আইনী যুদ্ধের অবসান ঘটলো। গত ৩০ বছর থেকেই বিষয়টি কোর্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে ঝুলছিল। যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, বাজেট সম্পর্কে কোন তথ্যই গোপন রাখা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ৫০ বছর আগে সি আই এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন নানা জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে খরচের হিসাব গোপন রাখা হয়েছিল।

বেদনানাশক টাইলেনল লিভারের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে

সাধারণ সর্দি এবং মাথাব্যথা উপশমের জন্য ব্যবহৃত টাইলেনল বা অন্য যেসব ঔষধে এসিটামিনোফেন থাকে সেগুলির মাত্রাতিরিক্ত সেবনে লিভারের কার্য ক্ষমতার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপ্রিয় বেদনানাশক ঔষধে এসিটামিনোফেন সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকানরা প্রতি বছর ৮ থেকে ৯শ' কোটি অনুরূপ ট্যাবলেট সেবন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে মারাত্মক লিভার রোগে যাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, টাইলেনল অথবা একই ধরণের ঔষধের মাত্রাতিরিক্ত সেবনের কারণেই তা ঘটে থাকে। এমন কি এই ধরণের রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। মদ্যপায়ীদের জন্য এসিটামিনোফেন বিশেষ ভাবে বিপজ্জনক। 'দি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণায় একথা বলা হয়।

যে দেশে মানুষের চেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা বেশী

বৃটেনে এখন ইঁদুরের সংখ্যা মানুষের চেয়েও বেশী। বর্তমানে সেদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৫কোটি ৮০ লক্ষ। আর ইঁদুরের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৬ কোটি। লন্ডনে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। বৃটেনে ব্যপক ভাবে বিভিন্ন রোগ বিস্তারের এটি অন্যতম কারণ। ইঁদুর প্লেগ ও যক্ষা জীবাণু বহন করে এবং খাবার পানি দূষিত করে।

ভারতের অস্পৃশ্যরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে

ভারতের এক ষষ্ঠাংশ জনগোষ্ঠীর জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এত কাল অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত নিম্নবর্ণের লোকেরো চোখ বুঁজে তাদের ওপর অত্যাচারকে সহ্য করলেওএখন তারা শিক্ষার আলো পেয়ে জেগে উঠতে শুরু করেছে। আড়াই হাজার বছরের পুরানো ধর্মীয় বর্ণভেদ প্রথার অদৃশ্য যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ভারতের দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন আর একথা বিশ্বাস করতে চায়না যে, পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পরজন্মে লোকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী নিম্নবর্ণের মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। বিহার ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে এখন রীতিমত বর্ণযুদ্ধ চলছে। কেরালার এক গরীব দলিত পরিবারের সন্তান কে,আর,নারায়ানস্কুল জীবন ও কর্ম জীবনে বহু বৈষম্যের মোকাবিলা করে বর্তমানে ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদে কোন অস্পৃশ্যের এটাই প্রথম অধিষ্ঠান।

মুসলিম জাহান

'আফগানিস্তান ইসলামী আমিরাত'

আফগানিস্তানের বর্তমান তালেবান শাসক গোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের নাম পরিবর্তন করে আফগানিস্তান ইসলামী আমিরাত নামকরণ করেছেন। গত ২৬.১০.৯৭তারিখে তালিবান নিয়ন্ত্রিত শরীয়ত বেতারে এই খবর প্রচারিত হয়।

কুরআনের বাণী সম্প্রচারে নতুন বেতার কেন্দ্র চালু

গত ১৫.১০.৯৭ ইং তারিখে ইরাক পবিত্র কুরআনের বানী সম্প্রচারের জন্য একটি নতুন বেতার কেন্দ্র চালু করেছে। বাগদাদে অবস্থিত এই বেতার কেন্দ্রটির নাম "ইরাকী হলি কুরআন রেডিও" কেন্দ্রটি প্রতিদিন ৬ ঘন্টা সম্প্রচার কাজ চালাবে । ইরাকী বার্তা সংস্থা 'ইনা' ইরাকের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ধর্মীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করার জন্য গৃহীত ব্যাপক জাতীয় প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে এই সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান আগামী দু'বছরে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা

আগামী দু'বছরের মধ্যে পাকিস্তান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে সে দেশের অর্থমন্ত্রী প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন। ইসলামাবাদ থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে এক বাতায়ন নামীয় একটি কৃষি ঋণ প্রকল্প উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি এ কথা বলেন। পাকিস্তানের অর্থনীতিতে কৃষিই এক মাত্র গুরুত্বপূর্ণ খাত, যেখানে ৭০ শতাংশের মতো লোক এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ইতিপূর্বে এই গুরুত্বপুর্ণ খাতটি উপেক্ষিত হয়ে আসছিল । ফলে সারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রাক্টরসহ অন্যান্য কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির মুল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান পাকিস্তান সরকার দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছে এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপাদান, যেমন- ভালো বীজ ও সার কৃষকদের কম মূল্যে সরবরাহের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত বিরোধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রস্তাব

কাশ্মীরকে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক আরো তীব্র হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মত পার্থক্য নিষ্পত্তিতে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে। নিউয়র্কে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অল ব্রাইট ও তাঁর পাকিস্তানী সমকক্ষ গওহর আয়ূবের মধ্যে বৈঠকের সময় আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, আমেরিকা এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে চায়।

ইরানের তৈরী পাইলটবিহীন স্টিলথ বিমানের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন

ইরান সম্প্রতি পাইলট বিহীন ষ্টিলথ জঙ্গী বিমান নির্মাণ করেছে। গত ১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবার উপসাগরে নৌযুদ্ধ মহড়াকালে এ বিমানের উড্ডয়ন পরীক্ষা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়। তেহরান বেতার জানায়,উপসাগরে ইরানের নিয়মিত বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর নৌবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ মহড়া চলাকালে বিমান উড়ে যায়। বিমানটি গোয়েন্দা অভিযান চালানোর পাশাপাশি আক্রমণে ও প্রতিরক্ষা কাজে অংশ নিতে সক্ষম।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে সরকার বিরোধী সহিংসতায় ৯ জন সংসদ সদস্য ও কর্মকতা নিহত

চীনের মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় স্বাধীনতাকামী জিনজিয়াং প্রদেশ ও প্রতিবেশী ইনার মঙ্গোলিয়ায় সরকারবিরোধী সহিংসতায় ৯ জন সরকারী কর্মকর্তা ও সংসদ সদস্য নিহত হয়েছেন। চীনা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় গত ৩ রা অক্টোবর একথা বলা হয়। পত্রিকাটি জানায়, বেইজিং-এ কমুনিষ্ট পার্টির ১৫ তম কংগ্রেসের পর এবং গত ১ অক্টোবর চীনের জাতীয় দিবস উদ্যাপনের স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা এবং চীনা পার্লামেন্ট ন্যাশন্যাল পিপলস কংগ্রেসের প্রতিনিধির উপর এই হামলা চালানো হয়। কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, ও তাজিকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন গোলযোগপূর্ণ এই জিন জিয়াং প্রদেশে গত দু'বছর ধরে বেইজিং বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

শনি গ্রহ পর্যবেক্ষণে মহাকাশ যান ক্যাসিনির সাত বছরের যাত্রা শুরু

শনিগ্রহ পর্যবেক্ষণের জন্য মহাকাশ যান ক্যাসিনি তার সাত বৎসরের যাত্রা শুরু করেছে। ফ্লোরিডার কেপ কেনাভেরাল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বলেছে, আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপন সম্পন্ন হয়েছে। স্বয়ং চালিত এই মহাকাশ যানটি এখন শুক্রগ্রহের পথে। এর পর শনি গ্রহের দিকে সুদীর্ঘ যাত্রাপথে যাবার জন্য পর্যাপ্ত গতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যানটি পৃথিবীর দিকে কিছুটা পিছিয়ে আসে। ক্যাসিনিতে যেসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে তা দিয়ে শনিগ্রহের ছবি, বায়ুমন্ডলে ও গ্রহপৃষ্ঠের নমুনা নিয়ে পর্যালোচনার জন্য তা পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব হবে।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন

জাপানের অত্যাধুনিক 'ম্যাগলেভ' ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি বেগ ঘন্টায় ৪৫১ কিলোমিটার (২৮০ মাইল)। ট্রেনটি চৌম্বক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চালানো হয়। কোন ট্রেনের গতিবেগের দিক দিয়ে এটাই হচ্ছে প্রথম বিশ্বরেকর্ড। এর আগের বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করেছিল ১৯৯৩ সালের জুন মাসে জার্মানীর একটি ট্রান্সর‍্যাপিড ট্রেন, যার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৪৫০ কিলোমিটার।

ইউরেনাসের চারদিকে প্রদক্ষিণরত আরো ২টি চাঁদের সন্ধান

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইউরেনাসের চারদিকে প্রদক্ষিণরত আরো দু'টি ছোট চাঁদের সন্ধান পেয়েছেন। এর ফলে সৌরজগতের এই ৭ম গ্রহের চাঁদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৭ টিতে। এ চাঁদ দু'টির মধ্যে বৃহত্তমটি আড়াআড়ি ১শ' মাইল এবং ক্ষুদ্রতমটি মাত্র ৫০ মাইল দীর্ঘ। ইউরেনাসের অন্যান্য চাঁদের মত এর কক্ষপথটিও বেশ জটিল। এই নতুন আবিস্কৃত চাঁদ দু'টি ছাড়াও বৃহস্পতি, শনি ও নেপচুন গ্রহের কক্ষপথে অনিয়মিত উপগ্রহ আবিস্কৃত হয়েছে। ইউরেনাসের নব আবিস্কৃত চাঁদের বৃহত্তমটির আলোকচিত্রটিকে লোহিত বর্ণের দেখা গেছে। এতে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, এই চাঁদে মিথেন বরফ খন্ডের কস্‌মিক রশ্মি বিস্ফোরণে সৃষ্ট হাইড্রো কার্বনে চাঁদটি ঢাকা পড়ে যেতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের 'হেলে' টেলিস্কোপে চাঁদ দু'টির ছবি ধরা পড়ে।

মারকায সংবাদ

১ম জোনের ইমাম প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, 'ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প অক্টোবর'৯৭ -এর প্রশিক্ষণ কোর্স নওদাপাড়া রাজশাহীতে ইতিমধ্যেই সুষ্ঠু ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সারা দেশকে মোট তিনটি জোনে ভাগ করা হয়। ১ম জোনে ১২ টি জেলার মোট ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে পূর্বে প্রদত্ত দা'ওয়াত অনুযায়ী ঢাকা হ'তে জনৈক বিদেশী মেহমান আক্বীদা ও আরবী ভাষার প্রশিক্ষক হিসাবে আগমন করেন ও অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। ১ম জোনের সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃতকার্য ইমামদের মধ্যে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সিনিয়র নায়েবে আমীর। সফলকাম ইমামদের মধ্যে ৫জন 'মুমতায' ১২ জন ১ম বিভাগ, ৯ জন ২য় বিভাগ ও ১জন পাশ করেন। ইমামদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ পুরষ্কার লাভ করেন, সাতক্ষীরার কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম হাফেয গোলাম রহমান।

২য় জোনের ইমাম প্রশিক্ষণ শুরু

গত ৬ই নভেম্বর আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীতে ২য় জোনের ইমাম প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ১২টি জেলা হতে মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ জোনে অংশ গ্রহণ করেন। এক মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ। উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামা'আত ইমামদের প্রশিক্ষণের অতীব প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

পাঠকের মতামত

আত-তাহরীক যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব

মুহতারাম সম্পাদক,

মাসিক **আত-তাহরীক**

সালাম মাসনূন বাদ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা **আত-তাহরীক পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। পত্রিকাটিতে দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ ও ঈমান সহ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যিকার অর্থে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব হিসাবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। আমি আত-তাহরীক -এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। ওয়াস্‌সালাম।**

এ, কে, এম, এমদাদুল হক
সম্পাদক, ইসলামিক সেন্টার
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

'তাহরীক-কে ধন্যবাদ'

আত-তাহরীক বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্ম প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দে আপ্লুত।

আশা রাখি বাজারের অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ভিড়ে **আত-তাহরীক** তার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখবে। **আত-তাহরীক (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)** সেপ্টেম্বর'৯৭-এর প্রতিটি কলাম গবেষণা ধর্মী ও চমৎকার। পড়তে খুবই ভাল লেগেছে। শুধু ভাল লেগেছে বললে ভুল হবে। বরং মতের মিল পাচ্ছি, আন্দোলিত হচ্ছি এবং সঠিক বিষয় বুঝার সুযোগ পাচ্ছি। ন্যায়নীতি, কল্যাণ চেতনা মানবিক আচরণ আজ যেন সমাজ থেকে প্রায় নির্বাসিত। অবক্ষয়িত তারুন্যকে সত্য ও আলোর সন্ধান দেবার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে পেরে গর্ব বোধ করছি। সচল থাকুক মাসিক **আত-তাহরীক** -এর ধারাবাহিক প্রকাশনা। আল্লাহুম্মা আমীন!

রবিউল বিন শওকত
বি,টি, আই, এস (অনার্স)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আত-তাহরীক সমাজে অহি-র বিধান কায়েমে অতুলনীয় ভূমিকা রাখবে

মুহতারাম সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক

তাসলীম বাদ প্রথমে রইল আপনার প্রতি গোলাপ মুকুলের ফুটন্ত রক্তিম অভিনন্দন। দীর্ঘ দিনের সোনালী স্বপ্ন বিজড়িত **আত-তাহরীক** হাতে পেয়ে আমি যার পর নেই আনন্দিত হয়েছি। বর্তমান যুগে যুবচরিত্র বিধ্বংসী ও আর্দশহীন ভেজাল পত্রিকার মাঝে **আত-তাহরীক আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ** অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও আপনার গবেষনালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে **আত-তাহরীক** সমাজ সংশোধনের দৃপ্ত নকীব হিসাবে সমাজ, দেশ ও জাতির নিকটে সমাদৃত হউক এই কামনা করি। ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে শিরক ও বিদ্‌'আত দূরীভুত হয়ে প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটাই একমাত্র প্রার্থনা। পরিশেষে আপনার গবেষনালব্ধ জ্ঞানের পরিধি আরো বৃদ্ধি হৌক এই কামনা রেখে শেষ করলাম। ওয়াসসালাম। ইতি-

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
গড়ের ডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীক-এর জন্য অন্তর নিংড়ানো দো'আ

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

মাসিক **আত-তাহরীক**

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে সহকর্মীগণ সহ ঈমান-আমলে রেখেছেন। বহুদিন থেকেই এমনি একটি পত্রিকার অভাব অনুভব করে আসছিলাম। হঠাৎ করেই নাটকীয়ভাবে তা হাতে পেলাম। অন্তর নিংড়ে দো'আ করি আপনার এ মহতী উদ্যোগ সফল হৌক!

বিনীত-
আপনার দীনী ভাই
অধ্যাপক স,ম, আব্দুল মজীদ কাজীপুরী
মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১ (১৪)ঃ ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে কি না? এর সমাধান প্রদান করে বাধিত করিবেন।

আব্দুল হান্নান
সাং- চক কাজীজিয়া
থানা -তানোর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত। শারঈ বিধানে যাকাত বন্টনের সুনির্দিষ্ট যে আটটি খাত রয়েছে মসজিদ তার অন্তর্ভূক্ত নয়। ফলে ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-২(১৫)ঃ মেয়েদের ফরয ছালাতে একাকী কিংবা জামা'আতে ইক্বামত দিতে হবে কি? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

মোসাম্মাৎ ফারযানাহ ইয়াসমীন
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য একই রকম শারঈ বিধান দিয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছে।

বিশেষ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছালাত আদায়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সেই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে ইক্বামতের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নয়। ফলে মেয়েরা একাকী ও জামা'আতে উভয় ক্ষেত্রেই ইক্বামত দিতে পারবে।

প্রশ্ন-৩(১৬)ঃ অনেক মেয়ে কপালে টিপ, হাতে ও পায়ে নেইল পালিশ দিয়ে থাকে এবং বড় বড় নখ রাখে। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

মুসাম্মাৎ তাসলীমা ইয়াসমীন
রাজশাহী

উত্তরঃ হিন্দু মহিলারা তাদের বিবাহিতা ও অবিবাহিতার মধ্যে পার্থক্য স্বরূপ ধর্মীয় রীতি হিসাবে সিঁদুর বা টিপ ব্যবহার করে থাকে। সেই টিপ মুসলিম মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এতে অমুসলিমদের বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি পালনের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর এরূপ সাদৃশ্য শরীয়তে অপছন্দনীয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জাতীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করল সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত (আবু দাউদ /মেশকাত পৃঃ ৩৭৫)।

এখানে সাদৃশ্য বলতে জাতীর বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক আচরনকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের জন্যই নির্ধারিত প্রতীক স্বরূপ।

নিল পালিশ যদি এমন গাঢ় রং হয় যা ব্যবহার করলে অযুর পানি শরীর স্পর্শ করতে পারেনা। এরূপ নিল পালিশ মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এতে অযুর অঙ্গ শুষ্ক থেকে যায়।

নখ বড় রাখা শারঈ বিধান অনুসারে জায়েয নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) নখ কাটাকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য (শিআর) -এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।- (মুসলিম পৃঃ ১২৯ দেওবন্দ ১৯৮৬)।

প্রশ্ন-৪(১৭)ঃ তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল উঠিয়ে কতক্ষণ রাখতে হবে ও উহার নিয়ম কি?

আব্দুস সালাম
আরবী প্রভাষক
কামারখন্দ সিনিয়ার মাদ্রাসা
পোঃ বৈদ্য জামতৈল
জেলা সিরাজগঞ্জ

উত্তরঃ তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুলী বিষয়ে শারঈ বিধানে কয়েক রকম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি হ'ল শাহাদাত আঙ্গুলীকে উঠিয়ে তাশাহুদের শেষ পর্যন্ত নাড়াতে থাকা। যেমনটি হযরত অয়েল বিন হুজ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

(রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন فحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها و يدعوبها- অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) হাতের আঙ্গুল সমূহকে গুটিয়ে মুঠ বাধলেন। অতঃপর তিনি আঙ্গুল উঁচু করলেন আমি তাঁকে দেখলাম যে তিনি তার সেই আঙ্গুলটি নাড়াচ্ছেন ও তার দ্বারা দো'আ করছেন' (আবু দাঊদ, দারেমী,মিশকাত 'তাশাহুদ' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৯১১)।

প্রশ্ন-৫(১৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দো'আ উপলক্ষে কুরআন খানি করা যাবে কি না?

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
নবাব জাইগীর মাজহারুল উলুম রহমানিয়া মাদ্রাসা
পোঃ সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নেকী পৌছানোর উদ্দেশ্যে দো'আ উপলক্ষে এক স্থানে জমা হওয়া ও কুরআনখানী করা বিদ'আত। ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। চার খলীফা এবং ছাহাবাগণ থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৬(১৯)ঃ নিজ নাতনী অথবা নিজ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি না?

আহসান হাবীব
মেহেরপুর

উত্তরঃ নাতনী ও বোনের নাতনী উভয়েই মুহরিমাতের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যে সকল নারীদেরকে পুরুষদের জন্য বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে নিজ নাতনী ও বোনের নাতনী উভয়েই তাদের অন্তর্ভূক্ত। সূরায়ে নিসা ২৩ নং আয়াতে মুহরামাত মহিলাদের বর্ণনায় 'বানাতুল আখ' (ভ্রাতৃ কন্যাগণ) ও 'বানাতুল উখ্‌ত' (ভগ্নি কন্যাগণ) -এর পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাদের অধঃস্তন কন্যাগণ। যেমন 'উম্মাহাতুকুম' অর্থে কেবল তোমাদের মাতা নয় বরং উর্দ্ধতন মাতা অর্থাৎ দাদী, নানীকেও বুঝানো হয়। আরবী পরিভাষায় এটাই অর্থ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন- ৭(২০)ঃ মাইকে আযান দেওয়া জায়েয কি? উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

এম, এম ,রহমান
মালো পাড়া
পোঃ ঘোড়ামারা
রাজশাহী

উত্তরঃ প্রথম আযান চালু করার সময় নবী করীম (ছাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদকে যিনি নিজেই আযানের স্বপ্ন দেখে নবী করীম (ছাঃ) কে সংবাদ দিতে ছুটে এসেছিলেন তাকে আযান দিতে না বলে বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং আব্দুল্লাহকে বললেন যে, 'তুমি বেলালের সাথে দাঁড়াও এবং আযানের শব্দগুলি তুমি যেভাবে স্বপ্নে দেখেছ, সেভাবে তাকে শুনাও, যেন সে ঐ ভাবে আযান দেয়। কেননা তোমার চেয়ে বেলালের গলার স্বর উঁচু' (فانه اندى صوتا منك) -আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ.মিশকাত হা/৬৫০। এক্ষণে যদি যন্ত্রের সাহায্যে আযানের শব্দকে দূরে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেটা শরীয়ত পালনে ঠিক তেমনি সহায়ক হিসাবে বিবেচিত ও বৈধ হবে, যেমন যুদ্ধে নিত্য নতুন অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি। এর দ্বারা দ্বীন ইসলামে কোন নতুন তরীক্বা ও নতুন ইবাদত সৃষ্টি হচ্ছে না। কেননা ঘড়ি বা মাইক নিজে কোন ইবাদত নয় বরং ইবাদতের সহায়ক। অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মাইকে আযান নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন-৮(২১)ঃ নামের প্রথমে "মাওলানা" শব্দটি ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? দলীল সহ উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ হব।

প্রশ্নকারী
পূর্বোক্ত

উত্তরঃ মাওলানা (مَوْلاَنَا) শব্দটি (نَا) সর্বনাম যুক্ত শব্দ। অর্থ 'আমাদের মাওলা'। মাওলা (مولى) শব্দটি বহুল অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। এর মধ্যে কতিপয় অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হল যথা-স্বত্ত্বাধিকারী, মালিক, দলপতি, দাস, দাস মুক্তকারী, মুক্তদাস, উপহার প্রদানকারী, উপহার গ্রহণ কারী, বন্ধু, অলী, সাথী, চুক্তিবদ্ধব্যক্তি, প্রতিবেশী, অতিথি,

Contents

অংশীদার, ইত্যাদি। (মেছবাহুললুগাত পৃঃ ৯৫৮)।

'মাওলা' শব্দটি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি ও ব্যবহৃত হয়েছে এবং নবী (ছাঃ)-এর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার চলে আসছে। কিন্তু তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে বাধা বা নিষেধ আরোপ করেনি। আরবী ভাষার অন্যান্য শব্দের মত এটাও একটি বহুঅর্থ বিশিষ্ট আরবী শব্দ মাত্র। যার কোন একটি সঙ্গতিপূর্ণ অর্থের ভিত্তিতে পারিভাষিকভাবে ও শিষ্টাচার মূলক আরবী শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে। যা কোন রকম ডিগ্রী স্বরূপ নয়, কোন আক্বীদা ও নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে নয়। যেমন ইদানিং ইসলামী উচ্চশিক্ষিত মুরব্বীদের নামের পূর্বে 'শায়খ' শব্দ ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে, যা নবী (ছাঃ) -এর যুগে ছিলনা। ফল কথা ইসলামী শিক্ষিতদের নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহার শারঈ দৃষ্টিতে কোন দোষনীয় নয়।

প্রশ্ন- ৯(২২)ঃ কোন এক বিষয়ে আমার স্ত্রীর সাথে আমার তর্ক-বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে আমি এক সাথে পর পর তিন তালাক দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই। পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হই। বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে পুণরায় ফিরিয়ে নিতে চাই। কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় কি-না, সমাধান দানে বাধিত করিবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জনৈক ভুক্তভোগী

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে বৈবাহিক বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এই বন্ধন যেন ঝটিকার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন না হয়ে যায় বরং চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের মাধ্যমে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে সুযোগ রেখে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের বিষয়টিকে ইসলাম ইদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়ে ইদ্দতের শেষ সময় কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রেখেছে। ইদ্দতের সময়কাল হল তিন তহুর,তিন ঋতু বা তিন মাস। (বাক্বারাহ ২২৮)।

উল্লেখিত সময়কালের চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর শারঈ বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। চাই এক তালাকের ক্ষেত্রে হৌক অথবা দুই তালাক ও তিন তালাকের ক্ষেত্রে হৌক। অর্থাৎ এক তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে হলে এক তালাক প্রদানের পর তালাক অবস্থায় পূর্ণ ইদ্দত অতিক্রম করতে হবে। দুই তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে হলে দুই তুহুরে পর পর দুই তালাক প্রদান করে বাকী ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং এর রজ'আত করবে না। তবেই সবচেয়ে কম সময়ে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। (উক্ত তালাককে শারঈ পারভাষায় 'রাজ্ঈ' তালাক বলা হয়)।

আর তিন তালাকের মাধ্যমে সর্ব নিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চূড়ান্ত করতে হলে কোন তালাকের মধ্যে রাজ'আত (ফিরিয়ে নেওয়া) না করে এক ইদ্দতের প্রতি তুহুরে পর পর একটি করে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

প্রথম দুটি তালাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারন ভাবে ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর অন্যের সাথে বিবাহ না হয়েও সরাসরি নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাক প্রদান হওয়া মাত্র কোন ভাবেই সেই তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না যতক্ষন না তার অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ ও স্বেচ্ছায় আবারো তালাক ঘটে যায় (বাক্বারাহ ২৩০)।

এটাই হল সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক এক মাত্র শারঈ বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, "তালাকের রাজ্ঈ দু'বার" (বাক্বারাহ ২২৯)। অতঃপর রাজ'আত করার অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সর্বনিম্ন সময়ের

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণনা দিয়ে বলেন, "তারা যখন ইদ্দতের শেষ সময়ের নিকট পৌঁছবে, তখন হয় তাকে রাজ'আত কর, নইলে (ইদ্দতের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করিয়ে অথবা তৃতীয় তুহুরে তৃতীয় তালাক প্রদানের মাধ্যমে) তোমার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও" (বাক্বারাহ ২৩১)।

উল্লেখিত আয়াতে রাজ'আত করার সর্বশেষ সময় ও বিবাহ বিচ্ছেদের সর্বনিম্ন সময় একটি ইদ্দতের তৃতীয় তুহুরকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ পাক স্বামী স্ত্রীর পুনঃমিলনকেই বেশী পছন্দ করেন। আর সে জন্যেই তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা কোন মহিলাকে তালাক দিবে এবং সে ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে পুণরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধা দিয়ো না যখন তারা আপোষে সুন্দরভাবে রাযী হয়' (বাক্বারাহ ২৩২)।

এক্ষণে যদি একই সাথে একই তুহুরে তিন তালাক প্রদান কার্যকর করা হয়, তবে এক দিকে স্বামীকে যে রাজ'আত করার আধিকার দেওয়া হয়েছে, তা যেমন খর্ব করা হবে, অন্য দিকে তেমনি সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর সীমালংঘন করা হবে। কেননা তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়া অর্থই হ'ল অবিলম্বে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ। তাই ছহীহ হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমরের খিলাফতের প্রথম দুই বছরের দীর্ঘ সময় কাল পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে মাত্র একটি রাজঈ তালাক ধরা হ'ত (মুসলিম পৃঃ ৪৭৮ দেওবন্দ ১৯৮৬ সাল)। পরে হযরত ওমর (রাঃ) যে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে তিন তালাকেই কার্যকর করেছিলেন, এটা ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতিহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। এই ইজতিহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুন ভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়েদা হয়নি (ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্‌ফান, কায়রো ১৪০৩/১৯৮৩, ১/২৭৬-৭৭)। অতএব এই সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান কখনোই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্থায়ী বিধানকে বাতিল করতে পারে না।

বলা বাহুল্য এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন কার্যকর করার ফলেই অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রীরা 'হিল্লা'র মত নোংরা প্রথার শিকার হচ্ছেন। অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে তিন মাসে তিন বার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

উপরন্তু এক মজলিসে তিন তালাক কার্যকর হওয়ার কোন স্পষ্ট হাদীছ নেই। অতএব এক সাথে এক তুহুরে শতাধিক তালাক প্রদান করলেও মাত্র একটি রাজঈ তালাকই কার্যকর হবে। সেকারণে উপরের তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তার স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সাধারনভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার অন্যত্র বিবাহ হওয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-১০(২৩)ঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করার নির্দেশ আছে। তাই বলে কি আযানের জওয়াব না দিয়ে এবং আযানের দো'আ বাদ দিয়ে ইফতার করতে হবে?

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
সাং- সারাই (বিদ্যা পাড়া)
পোঃ হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে, এটাই ইসলামের বিধান। দেরীতে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস। ইফতারের সাথে আযানের জওয়াব দান কিংবা আযানের দো'আ পাঠ করা শর্তযুক্ত নয়। ইফতার করেই আযান দেওয়া এবং ইফতার করা অবস্থায় আযানের জওয়াব দান ও দো'আ পাঠ করা জায়েয। মুসলিম ১/৩৫১ পৃঃ।

॥ বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম ॥

সোনামণি ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে

প্রাণপ্রিয় সোনামণি ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র রহমতে কুশলে আছ। তোমাদের প্রিয় আত্‌-তাহ্‌রীক পত্রিকার অফিস কক্ষে বসে তোমাদের সোনাহাতের লেখা ৩৬টি সুপ্তহৃদয়ের আধো আধো বোল মিশ্রিত লিপিমালা পাঠ করে যারপর নেই আনন্দ পাচ্ছি। তাই তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক দো'আ ও লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। তোমরা অনেকে লিখেছ যে, তোমাদের প্রিয় পত্রিকা 'আত্‌-তাহরীক', প্রিয় সংগঠন 'সোনামণি' এবং সর্বাধিক প্রিয়পাতা 'সোনমণিদের পাতা'। অনেকে মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর দিতে পারনি, তবে ধাঁধাঁর উত্তর সঠিক দিয়েছ। অনেকে মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর জানতে চেয়েছ এবং সোনামণি শাখা গঠনের নিয়মাবলী জানতে চেয়েছ। তাই এ সংখ্যায় পূর্বের ধাঁধাঁ ও মেধাপরীক্ষার সঠিক উত্তর এবং সোনামণি শাখা গঠনের প্রাথমিক নিয়মাবলী দিয়ে দিলাম। এ সংখ্যায়ও কিছু মধুসন্দেশ থাকল, যার উত্তর তোমরা পাঠাবে এবং তোমাদের সোনাহাতের লেখা কবিতা, ছড়া, গল্প ইত্যাদি পাঠাবে। গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে তাদের নাম ছাপানো হল। ভুলে যেয়োনা সামনে বার্ষিক পরীক্ষা ও রামাযান মাস। তোমাদেরকে পরীক্ষায় ভাল করতে হবে। রামাযান মাসে তোমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা থাকবে। পরের সংখ্যায় পাবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

পরিশেষে তোমাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে শীতের এই সূচনালগ্নে উত্তরের অপেক্ষায় থেকে আজকের মত বিদায় নিলাম।

(মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান)
পরিচালক
সোনামণিদের পাতা

॥ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম ॥

সোনামণি সংগঠনের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

১। এই শিশু কিশোর সংগঠনের নাম 'সোনামণি'। (সূরা হজ্জ -এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে)।

২। **মূলমন্ত্রঃ** রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া।

৩। **উদ্দেশ্যঃ** আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

*** সোনামণি শাখা সংগঠনের জন্য সদস্য সদস্যাদের নিম্নরূপ গুণাবলী থাকা আবশ্যকঃ**

(১) জামা'আতের সঙ্গে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

(২) মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজন, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহ্‌ করা।

(৩) ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

(৪) মিসওয়াক সহ ওযু করে ঘুমানো ও ফজরের ছালাতের পরে হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলা।

(৫) নিয়মিত ক্লাসের বই অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা।

(৬) সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

(৭) বৃথা তর্ক, ঝগড়া, মারামারি এবং রেডিও, টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

(৮) আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করা।

(৯) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় ভরসা রাখা এবং যে কোন শুভকাজ বিসমিল্লাহ্‌ বলে শুরু করা ও আলহাম্‌দুলিল্লাহ বলে শেষ করা।

(১০) দৈনিক বা'দ ফজরে কমপক্ষে ১৫ মিনিট ক্বিরা'আত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।